BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

ABU DAUD SARIF (3rd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : JIHAD

كِتَابُ الْجِهَادِ
জিহাদের অধ্যায়

٢٧٢- بَابُ مَا جَاءَ فِى الْهِجْرَةِ

২৭২. অনুচ্ছেদ ঃ হিজরত[১] সম্পর্কে

٢٤٦٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ اَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ فَهَلْ لَّكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّىْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَّتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ·

২৪৬৯। মু'আম্মাল ইব্ন ফাযল ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে, একজন গ্রাম্য লোক নবী করীম ﷺ -কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, তোমার জন্য করুণা হয় (তুমি কি হিজরত করতে চাও)। হিজরতের ব্যাপারটি কষ্টসাধ্য। তোমার (নিসাব পরিমাণ) উট আছে কি ? সে উত্তর করল, হাঁ, আছে। তিনি বললেন, তুমি এর যাকাত আদায় করো কি ? সে উত্তর করল, হাঁ, আদায় করি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি সমুদ্রের ওপার থেকে 'আমল করলেও আল্লাহ্ তোমার কোন 'আমল সামান্যও কখনো খর্ব করবেন না।

٢٤٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ نَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبْدُوْ اِلٰى هٰذِهِ التِّلاَعِ وَاِنَّهُ اَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَاَرْسَلَ اِلَىَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِّنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَرْفَقِىْ فَاِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ اِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَىْءٍ قَطُّ اِلاَّ شَانَهُ ·

২৪৭০। উসমান ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ..... মিকদাম ইব্ন শুরায়হ্ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বাদাওয়া বা নির্জনে বাহিরে গমন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিম্নগামী পানির উৎসস্থান পাহাড়ের টিলাসমূহের দিকে বের হতেন। একবার তিনি এরূপে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন এবং আমার জন্য যাকাতের উটসমূহ হতে একটি আনাড়ী উট পাঠিয়ে দিলেন। আর বললেন, হে আয়েশা! সদয় হও। কেননা, যেকোন বস্তুতে সহৃদয়তা কেবল সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আর যার থেকে কোমলতা বের হয়ে যায় তা তাকে কদর্য করে।

banglainternet.com

১. বিধর্মীর অত্যাচার হতে মুসলমানদের জান ও ঈমান রক্ষার্থে দেশত্যাগ করে অন্য দেশে প্রস্থান করাকে হিজরত বলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তা ফরয ছিল।

٢٧٣- بَابُ الْهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ

২৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ হিজরত শেষ হল কিনা

٢٤٧١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لاَتَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ·

২৪৭১। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা .....মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। আর সূর্য যে পর্যন্ত পশ্চিম আকাশে উদিত না হয় সে পর্যন্ত তাওবার দরজা বন্ধ হবে না।

٢٤٧٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ لاَهِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ·

২৪৭২। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিনে বলেছেন, হিজরত আর নেই। কিন্তু জিহাদ ও নেক নিয়্যাত বাকি রয়েছে। এরপর যদি তোমাদের জিহাদে বের হওয়ার ডাক পড়ে তবে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে পড়।[১]

٢٤٧٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمٰعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ نَا عَامِرٌ قَالَ أَتٰى رَجُلٌ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ حَتّٰى جَلَسَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ ·

২৪৭৩। মুসাদ্দাদ ..... আমের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা)-এর নিকট লোকজন উপস্থিত ছিল, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বসল এবং তাঁকে বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যে সকল হাদীস শুনেছেন তার কিছু আমাকে শোনান। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তু হতে দূরে থাকে।

---

১. মক্কা নগরী যখন কাফিরদের অধীনে ছিল তখন তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানদের হিজরত করার প্রয়োজন ছিল। ৮ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের পর ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হিজরতের প্রয়োজন দূরীভূত হয়। অমুসলিম রাষ্ট্র হতে অত্যাচারিত মুসলিমদের ইসলামী রাষ্ট্রে ঈমান রক্ষার জন্যে হিজরত করার প্রথা চিরকাল বাকি থাকবে, পূর্ববর্তী হাদীস হতে প্রমাণিত হয়।

٢٧٤- بَابٌ فِىْ سُكْنَى الشَّامِ

২৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ শাম বা সিরিয়ায় বসবাস

٢٤٧٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَتَكُوْنُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَارُ اَهْلِ الْاَرْضِ اَلْزَمُهُمْ مُهَاجِرَ اِبْرَاهِيْمَ وَيَبْقَى فِىْ الْاَرْضِ شِرَارُ اَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ اَرْضُوْهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللّٰهِ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ ·

২৪৭৪। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সহসা এক হিজরতের পর অপর হিজরত পালিত হবে। তখন দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তারাই উৎকৃষ্ট লোক হিসেবে পরিগণিত হবে, যারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরত-স্থলে (সিরিয়াতে) হিজরত করে স্থায়ী বসতি স্থাপন করবে এবং দুনিয়ায় তখন কাফির ও পাপী অসৎ লোকেরাই বাকি থাকবে। তারা নিজ নিজ দেশ হতে বিতাড়িত হবে। আল্লাহ্ও তাদেরকে ঘৃণা করবেন। আর আগুন তাদেরকে বানর ও শূকরের সাথে একত্রিত করবে।

٢٤٧٥- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىُّ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ بُحَيْرٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِى ابْنَ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ قَتِيْلَةَ عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَصِيْرُ الْاَمْرُ اِلَى اَنْ تَكُوْنُوْا جُنُوْدًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ فِى الْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرْلِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَدْرَكْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَاِنَّهَا خِيَرَةُ اللّٰهِ مِنْ اَرْضِهِ يَجْتَبِىْ اِلَيْهَا خِيَرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَاَمَّا اِذْ اَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْتَبَقُوْا مِنْ غُدُرِكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَوَكَّلَ لِىْ بِالشَّامِ وَاَهْلِهِ ·

২৪৭৫। হাইওয়া ইব্ন শুরাইহ্ আল-হাযরামী ..... ইব্ন হাওয়ালা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী হুকূমাত এমন বিস্তার লাভ করবে যে, তোমরা সকলে সংগঠিত সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। একটি সেনাবাহিনী সিরিয়ায়, অপরটি ইয়ামানে এবং আরও একটি ইরাকে গঠিত হবে। এরূপ ভবিষ্যৎবাণী শুনে ইব্ন হাওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যদি উক্ত সময়টি পাই, তবে আমার জন্য কোথায় থাকা উত্তম হবে ? তিনি বলেন, তোমার জন্য সিরিয়ায় থাকা উত্তম হবে। কারণ তা হবে আল্লাহ্র যমিনসমূহের মধ্যে বাছাইকৃত সর্বোত্তম যমিন। আল্লাহ্র নেক বান্দাগণ উক্ত যমিন চয়ন করে নিবেন। তোমরা যখন তাতে বসতি স্থাপন করবে তখন তোমাদের ডানদিক বেছে নিবে এবং প্রথমেই পানির কূপ খননের ব্যবস্থা করবে। কারণ আল্লাহ্ আমার উসিলায় সিরিয়া ও তার অধিবাসীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

٢٧٥ - بَابُ فِىْ دَوَامِ الْجِهَادِ

২৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ সর্বকালে জিহাদ অব্যাহত থাকবে

٢٤٧٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَّاوَاهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ·

২৪৭৬। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল ..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর জয়ী হবে। অবশেষে তাদের শেষ দলটি কুখ্যাত প্রতারক দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে।

٢٧٦- بَابُ فِىْ ثَوَابِ الْجِهَادِ

২৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের পুণ্য

٢٤٧٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ اَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكْمَلُ اِيْمَانًا قَالَ رَجُلٌ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَرَجُلٌ يَّعْبُدُ اللّٰهَ فِىْ شَعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهٗ ·

২৪৭৭। আবুল ওয়ালীদ আত্ তিয়ালিসী ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, মু'মিনদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার ? তিনি উত্তরে বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জানমাল দিয়ে আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করে এবং ঐ ব্যক্তিও পূর্ণ ঈমানদার, যে পাহাড়ের কোন গুহায় নির্জনে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকে। এমতাবস্থায় সে ঈমানের ক্ষতিসাধনকারী অসৎ লোকদের যাতনা হতে রক্ষা পায়।

٢٧٧- بَابُ النَّهْىِ عَنِ السِّيَاحَةِ

২৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসী হওয়া নিষেধ

٢٤٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوْخِىُّ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِىْ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ائْذَنْ لِّىْ بِالسِّيَاحَةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِىْ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ·

banglainternet.com

২৪৭৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উসমান আত্-তানূখী ..... আবূ উমামা (রা) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবীজীকে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসে যাওয়ার অনুমতি দিন। নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন, আমার উম্মাতের জন্য (বনবাস করে ইবাদত করার প্রয়োজন নেই) মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করাই ঐরূপ ইবাদতের শামিল।

٢٧٨- بَابُ فِىْ فَضْلِ الْقَفْلِ مِنَ الْغَزْوِ

২৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তনের মর্যাদা

٢٤٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى نَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ نَا حَيْوَةُ عَنِ ابْنِ شَفِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ ·

২৪৭৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যুদ্ধে যোগদান যেমন পুণ্যের কাজ, তেমনি যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে (নিজ বাড়ীতে) প্রত্যাবর্তন করাও পুণ্যের কাজ।

٢٧٩- بَابُ فَضْلِ قِتَالِ الرُّوْمِ عَلٰى غَيْرِهِمْ مِنَ الْاُمَمِ

২৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা রোমবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের মর্যাদা

٢٤٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَامٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَبِيْرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا اُمُّ خَلَادٍ وَهِىَ مُتَنَقِّبَةٌ تَسْاَلُ عَنِ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُوْلٌ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ جِئْتِ تَسْاَلِيْنَ عَنِ ابْنِكِ وَاَنْتِ مُتَنَقِّبَةٌ فَقَالَتْ اِنْ اَرْزَاْ اِبْنِىْ فَلَنْ اَرْزَاَ حَيَائِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْنُكِ لَهٗ اَجْرُ شَهِيْدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِاَنَّهٗ قَتَلَهٗ اَهْلُ الْكِتَابِ ·

২৪৮০। আবদুর রহমান ইব্‌ন সালাম ..... সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রোমের যুদ্ধের পর) উম্মে খাল্লাদ নাম্নী এক রমণী ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা অবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার নিহত পুত্রের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এমতাবস্থায় জনৈক সাহাবী তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি তোমার নিহত পুত্রের খবর জানতে চাচ্ছ অথচ ওড়না জড়িয়ে আছ। সে উত্তর করল, আমি আমার পুত্র হারিয়েছি, কিন্তু লজ্জা তো কখনও হারাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার পুত্র দু'জন শহীদের মর্যাদা পাবে। সে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কী কারণে সম্ভব হলো? তিনি বললেন ঃ কারণ, সে আহ্‌লে কিতাবের হাতে শহীদ হয়েছে।

٢٨٠- بَابُ فِىْ رُكُوْبِ الْبَحْرِ وَالْغَزْوِ

২৮০. অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রযানে আরোহণ এবং যুদ্ধ করা

٢٤٨١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ بِشْرٍ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَرْكَبِ الْبَحْرَ اِلَّا حَاجٌّ اَوْ مُعْتَمِرٌ اَوْ غَازِىٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَّتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا ٠

২৪৮১। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হজ্জ বা উমরা পালনকারী অথবা আল্লাহ্র রাহে যোদ্ধা ছাড়া কেউ যেন সমুদ্রযানে আরোহণ না করে। কারণ, সমুদ্রের নিচে অগ্নি এবং অগ্নির নিচে সমুদ্র বিদ্যমান রয়েছে (উভয়ই ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ)।

٢٤٨٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ نَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حِبَّانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ اُخْتُ اُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَضْحَكَكَ قَالَ رَاَيْتُ قَوْمًا مِّنْ اُمَّتِىْ يَرْكَبُ ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ لِىْ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ فَاَنْتِ مِنْهُمْ قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَضْحَكَكَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَغَزَا فِى الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَاندَقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ ٠

২৪৮২। সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল-আতাকী.....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়মের ভগ্নি উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান (রা) (আমার খালা) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিকট (ঘরে) নিদ্রা গিয়েছিলেন। তারপর হাসতে হাসতে নিদ্রা হতে জাগ্রত হলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কী কারণে আপনার হাসি পাচ্ছে। তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একদল লোক এই সমুদ্র-পৃষ্ঠে নৌযানে আরোহণ করছে যেমন রাজা-বাদশাহ্রা সিংহাসনে আরোহণ করে। তিনি বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য দু'আ করুন যাতে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, এরূপ বলার পর তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পুনরায় তিনি খুশিতে হাসতে হাসতে জেগে ওঠলেন। আবারও আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কী কারণে আপনার হাসি পাচ্ছে। উত্তরে তিনি পূর্ববৎ একই কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি বলেন, আমি আবার আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার জন্য দু'আ করুন, যাতে আল্লাহ্ আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম সারিতে থাকবে। আনাস (রা) বলেন, উবাদা ইবনুস্ সামিত (রা)-এর সাথে তাঁর (উম্মে

হারামের) বিবাহ হয়েছিল। তিনি নৌবাহিনীতে যোগদান করে সমুদ্র-যুদ্ধে যাত্রা করার সময় তাঁকেও সঙ্গে নিলেন। যুদ্ধ শেষে যখন উবাদা (রা) দেশে ফিরলেন, তখন উম্মে হারামের জন্য একটি খচ্চর নিকটে আনা হল। এর পিঠে চড়তেই খচ্চরটি তাঁকে ফেলে দিল। ফলে, তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং তিনি মারা গেলেন। (এরূপে নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হল)।

٢٤٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلٰى قُبَاءَ يَدْخُلُ عَلٰى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ وَسَاقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ ·

২৪৮৩। আল-কা'নাবী ..... ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আনাস (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই কুবা নামক স্থানে যেতেন তখনই উম্মে হারাম বিন্‌তে মিলহানের ঘরে প্রবেশ করতেন। তিনি উবাদা ইবনুস্ সামিত (রা) -এর স্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর ঘরে গেলে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে খাবার খাওয়ালেন। তারপর তাঁর নিকটে বসে তাঁর মাথার উকুন তুলতে লাগলেন। এরপর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

٢٤٨٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُخْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ الرُّمَيْصَاءِ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِيْ قَالَ لَا وَسَاقَ هٰذَا الْخَبَرَ بِزِيْدٍ وَنَقْصٍ ·

২৪৮৪। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন ..... উম্মে সুলায়মের বোন রুমায়সা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিদ্রা গেলেন আর এমন সময় হাসতে হাসতে জেগে ওঠলেন, যখন ঐ রমনী মাথা ধৌত করছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাথা ধোয়ার কারণে আপনার হাসি পাচ্ছে না কি ? তিনি বললেন, না। এরপর উপরোক্ত হাদীসটি কিছুটা কম-বেশি বর্ণনা করলেন।

٢٤٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ نَا مَرْوَانُ ح وَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْحَوْرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنٰى قَالَ نَا مَرْوَانُ نَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُوْنَ الرَّمْلِيُّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِيْ يُصِيْبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيْدَيْنِ ·

২৪৮৫। মুহাম্মাদ ইব্ন বাক্কার আল-আয়শী.....উম্মে হারাম (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রণতরিতে সমুদ্র-বক্ষে যে সৈনিকের মাথা ঘুরে বমি হয়, সে একজন শহীদের সাওয়াব পায়, আর যে পানিতে ডুবে মারা যায়, সে দু'জন শহীদের সাওয়াব পায়।

٢٤٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيْقٍ نَا أَبُوْ مُسْهِرٍ نَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ أَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ

عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ وَّ غَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَّاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْيَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ وَّغَنِيْمَةٍ وَّ رَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ٠

২৪৮৬। আবদুস সালাম ইব্‌ন আতীক ..... আবূ উমামা আল্ বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহ্ তা'আলার জিম্মাদারিতে থাকে। ১. যে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করার জন্য বের হয়, সে আল্লাহ্‌র জিম্মায় থাকে। সে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করান অথবা নিরাপদে ফিরে এলে তাকে পুণ্য এবং গনীমতের প্রাপ্য অংশ দান করেন। ২. যে ব্যক্তি জামা'আতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে ধাবিত হয়, সেও আল্লাহ্‌র জিম্মায় থাকে। এমতাবস্থায় সে যদি মারা যায় তবে আল্লাহ্ আ'আলা তাকে বেহেশ্‌ত দান করেন। আর মসজিদ হতে ফিরে এলে তার প্রাপ্য পুণ্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার করেন। ৩. যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে প্রবেশ করার সময় পরিবারের লোকজনকে সালাম দেয় সেও মহান আল্লাহ্‌র জিম্মায় থাকে।

٢٨١- بَابٌ فِىْ فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا

২৮১. অনুচ্ছেদ ঃ যে মুসলিম কাফিরকে হত্যা করে তার মর্যাদা

٢٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَجْتَمِعُ فِى النَّارِ كَافِرٌ وَّقَاتِلُهُ اَبَدًا ٠

২৪৮৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ আল-বায্যার ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কাফির এবং তার হত্যাকারী মুসলিম চিরস্থায়ী দোযখে একত্রিত হবে না।[১]

٢٨٢- بَابٌ فِىْ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ

২৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহিদগণের স্ত্রীদের সম্ভ্রম রক্ষা করা

٢٤٨٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا سُفْيٰنُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِىْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَّجُلٍ مِّنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِّنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ اَهْلِهٖ اِلاَّ نُصِبَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيْلَ قَدْ خَلَفْكَ هٰذَا فِىْ اَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهٖ مَاشِئْتَ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا ظَنُّكُمْ ٠

---

১. যুদ্ধক্ষেত্রে কাফিরকে হত্যা করলে এর জন্য কোন শাস্তি হয় না বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। হত্যাকারী যদি পাপী মুসলিম হয় তার শাস্তি (পাপের পরিমাপে) অন্য উপায়ে হবে। কাফিরের সঙ্গে একই নরকে হবে না। কারণ কাফির চিরস্থায়ী দোযখে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে আর মুসলিম পাপের শাস্তি ভোগের পর নাজাত পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২৪৮৮। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ..... ইব্‌ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুজাহিদদের বাড়িতে রাখা স্ত্রীদের মানসম্ভ্রম ও মর্যাদা তাদের পাহারায় বাড়িতে অবস্থানরত লোকদের উপর তাদের মায়ের সমতুল্য। মুজাহিদগণের পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। তখন বলা হবে, তোমার অমুক প্রতিনিধি তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার পরিবারের প্রতি অসৎব্যবহার করেছে। তুমি এখন তার নেক আমল হতে যা খুশি গ্রহণ কর। তা বলার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কী মনে কর ? অর্থাৎ মুজাহিদগণের পরিবারের মর্যাদা কত অধিক!

٢٨٣- بَابُ فِى السَّرِيَّةِ تُخْفِقُ

২৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষুদ্র সেনাদল যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করে না।

٢٤٨٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ نَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ قَالاَ نَا أَبُوْهَانِئٍ الْخَوْلاَنِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُصِيْبُوْنَ غَنِيْمَةً إِلاَّ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَىْ أَجْرِهِمْ مِّنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقٰى لَهُمُ الثُّلُثُ فَإِنْ لَّمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ.

২৪৮৯। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন মায়সারা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে কোনো সেনাদল যদি গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করে, আর দুনিয়াতে এর প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করে, তবে পরকালে প্রাপ্য পুরস্কার হতে দু'তৃতীয়াংশ বাদ যাবে এবং পরকালে বাকি এক তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি দুনিয়াতে কিছুই গ্রহণ না করে, তবে পরকালে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে।

٢٨٤- بَابُ فِىْ تَضْعِيْفِ الذِّكْرِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধরত অবস্থায় নামায, রোযা ও যিক্‌র-এর সাওয়াব বৃদ্ধি পায়

٢٤٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ وَسَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ أَيُّوْبَ عَنْ زَبَّانِ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الصَّلٰوةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعِفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ.

২৪৯০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন সারহ্ ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন মু'আয (র) কর্তৃক তাঁর পিতা মু'আয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই নামায, রোযা ও যিক্‌র মহান আল্লাহ্‌র রাহে সময় ব্যয় অবস্থায় সাতশ' গুণ বেশি মর্যাদা রাখে। অর্থাৎ জিহাদরত অবস্থায় এক রোযা দ্বারা সাতশ' রোযার সাওয়াব পাওয়া যায়।

banglainternet.com

٢٨٥- بَابٌ فِيْ مَنْ مَاتَ غَازِيًا

২৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে বের হয়ে যে মৃত্যুবরণ করে

٢٤٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ يَرُدُّ إِلَى مَكْحُوْلٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَصَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيْرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ وَبِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللّٰهُ فَإِنَّهُ شَهِيْدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ ٠

২৪৯১। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন নাজদা ..... আবূ মালিক আল্-আশ্আরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র রাহে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, সে শহীদের মর্যাদা পায় অথবা তাকে তার ঘোড়া বা উট পিঠ হতে ফেলে তার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলে (ও তারপর মারা যায়) অথবা সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি কোন বিষাক্ত প্রাণী দ্বারা দংশিত হয়, অথবা বিছানায় মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত মৃত্যুপন্থার যে কোন প্রকারে প্রাণ হারায়, সে অবশ্যই শহীদ এবং তার জন্য জান্নাত অবধারিত।

٢٨٦- بَابٌ فِيْ فَضْلِ الرِّبَاطِ

২৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকার মর্যাদা

٢٤٩٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ نَا أَبُوْ هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُوْ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَيُؤْمَنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ ٠

২৪৯২। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... ফুযালা ইব্ন উবায়দ (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মশক্তি শেষ হয়ে যায়, কিন্তু শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত সৈনিক মারা গেলে তার আমল শেষ হয় না। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার জন্য তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সে কবরে (মুন্কার ও নাকীর ফিরিশ্তার) পরীক্ষা হতেও নিরাপদ থাকে।[১]

٢٨٧- بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْحَرْسِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রহরা দানের মর্যাদা

٢٤٩٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي السَّلُوْلِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمْ سَارُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوْا السَّيْرَ

১. এর মর্ম এই যে, তার কবরে তাকে পরীক্ষা করার জন্য মুনকার ও নাকীর ফিরিশ্তাদ্বয় আসবেনই না। অথবা এলেও তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

حَتّٰى كَانَ عَشِيَّةً فَحَضَرَتْ صَلٰوةٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى إِنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتّٰى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلٰى بُكْرَةِ أَبَائِهِمْ بِظَعْنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ إِجْتَمَعُوْا إِلٰى حُنَيْنٍ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّحْرِسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىُّ أَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ إِرْكَبْ فَرَكِبَ فَرَسًا لَّهُ وَجَاءَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُوْنَ فِىْ أَعْلَاهُ وَلَا نَغُرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَحْسَسْنَاهُ فَثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتّٰى إِذَا قَضٰى صَلٰوتَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْشِرُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلٰى خِلَالِ الشَّجَرِ فِى الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ إِنِّىْ إِنْطَلَقْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِىْ أَعْلَا هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ لَا إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَّا تَعْمَلَ بَعْدَهَا ·

২৪৯৩। আবূ তাওবা ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন হান্‌যালিয়্যা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা হুনায়নের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তখন দ্রুতগতিতে উট চালিয়ে সন্ধ্যাকালে মাগরিবের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে পৌছলেন। এমন সময় একজন অশ্বারোহী সৈনিক এসে তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাদের নিকট হতে আলাদা হয়ে ঐ সকল পাহাড়ের উপর আরোহণ করে দেখতে পেলাম যে, হাওয়াযিন গোত্রের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাদের উট, বক্‌রী সবকিছু নিয়ে হুনায়নে একত্রিত হয়েছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, ঐ সকল বস্তু আল্লাহ্ চাহেত আগামীকাল মুসলমানদের গনীমতের সামগ্রীতে পরিণত হবে। এরপর তিনি বললেন, আজ রাতে আমাদেরকে কে পাহারা দিবে ? আনাস ইব্‌ন আবূ মারসাদ আল্-গানাবী (রা) উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি পাহারা দেবো। তিনি বললেন, তাহলে তুমি ঘোড়ায় আরোহণ কর। তিনি তাঁর একটি ঘোড়ায় আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দিলেন যাও, এ দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকার দিকে রওয়ানা হয়ে এর চূড়ায় পৌছে পাহারায় রত থাকো। আমরা যেন তোমার আসার আগে আজ রাতে কোন ধোঁকায় না পড়ি। ভোরবেলায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নামাযের স্থানে গিয়ে ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের পাহারাদার অশ্বারোহী সৈনিকের কোন সন্ধান পেয়েছ কি ? সকলে উত্তর করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি পাহারায় রত আছেন বলে মনে হয় কিন্তু দেখতে পাইনি। এরপর ফজর নামাযের ইকামত দেয়া হলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায পড়াতে আরম্ভ করলেন। এমতাবস্থায় তিনি উপত্যকার দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে নামায শেষ করে সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা সকলে সুসংবাদ নাও যে, তোমাদের পাহারাদার সৈনিক তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। আমরা উপত্যকায় গাছের ফাঁকে দেখতে পেলাম যে, তিনি সত্যই এসে পড়েছেন। এমনকি তিনি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবে আমি এই উপত্যকার উপরাংশের শেষ মাথায় গিয়ে পৌছেছিলাম। সকাল হওয়ার পর আমি উভয় পাহাড়ের উপত্যকা দু'টির উপরে উঠে নযর করলাম, কোনো শত্রুকেই দেখতে পেলাম না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সারা রাত কখনও কি ঘোড়ার পিঠ হতে নেমেছিলে ? তিনি উত্তর করলেন, না, নামায পড়ার জন্য অথবা পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন ছাড়া কখনও ঘোড়ার পিঠ হতে নামিনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত হল। তোমার জীবনে আর কোন অতিরিক্ত নেক কাজ না করলেও চলবে। (অর্থাৎ সারা রাত জাগ্রত থেকে পাহারায় রত থাকার মত বৃহৎ নেক কাজটি তোমার জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য ফরয-ওয়াজিব যথারীতি পালনের পর)।

٢٨٨- بَابُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ

২৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ পরিহার করা অন্যায়

٢٤٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا وُهَيْبٌ قَالَ عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ·

২৪৯৪। আবদা ইব্ন সুলায়মান আল-মারওয়াযী.....আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ যুদ্ধ করল না, এমনকি যুদ্ধ করার (বা গাযী হওয়ার) ইচ্ছাও প্রকাশ করল না, সে এক প্রকারের কপট (মুনাফিক) হিসেবে মারা গেল।

٢٤٩٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَقِرَاءَتُهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ قَالاَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ·

২৪৯৫। আমর ইব্ন উসমান ..... আবূ উমামা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ করল না অথবা কোন গাযীকে যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল না বা গাযীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের কোন উপকার করল না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা দ্বারা ধ্বংস করবেন। "কিয়ামতের পূর্বে" কথাটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্দ রাব্বিহী তার বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন।

٢٤٩٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ·

২৪৯৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের জান-মাল দিয়ে এবং বাক্য প্রয়োগ তথা লেখনির মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

٢٨٩- بَابٌ فِىْ نَسْخِ نَفِيْرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

২৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট লোকের যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দ্বারা সার্বজনীন অংশগ্রহণের নির্দেশ রহিত হওয়া

٢٤٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِلاَّ تَنْفِرُوْا وَيُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّمَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى قَوْلِهِ يَعْمَلُوْنَ نَسَخَتْهَا الْاٰيَةُ الَّتِىْ تَلِيْهَا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ·

২৪৯৭। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াত যাতে বলা হয়েছে) ঃ "যদি তোমরা সকলেই যুদ্ধের জন্য ঘর হতে বের না হও তবে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে" এবং (উক্ত সূরার ১২০ ও ১২১ নং আয়াত পর্যন্ত এ আয়াতদ্বয়ের প্রাথমিক নির্দেশ) এর পরবর্তী (১২২ নং) আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। এ আয়াতে সকল মু'মিনকে ঘর ছেড়ে যুদ্ধে বের হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, বরং কতিপয় বিশিষ্ট লোকের বহির্গমনই যথেষ্ট বলে পূর্বেকার নির্দেশ রহিত করা হয়েছে।

٢٤٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِىِّ حَدَّثَنِىْ نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا قَالَ فَاَمْسَكَ عَنْهُمُ الْمَطَرَ وَكَانَ عَذَابُهُمْ ·

২৪৯৮। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... আবদুল মু'মিন ইব্ন খালিদ আল-হানাফী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্দা ইব্ন নুফায়' আমাকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে (পবিত্র কুরআনের) আয়াত ঃ (অর্থ) "যদি তোমরা সকলে যুদ্ধের জন্য ঘর হতে বের না হও তবে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে" -এর ভাবার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, যাদের সম্বন্ধে তা নাযিল হয়েছিল, তাদের উপরে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে পানির দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তা দ্বারাই তাদের শাস্তি হয়ে গিয়েছে।

٢٩٠- بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْقُعُوْدِ مِنَ الْعُذْرِ

২৯০. অনুচ্ছেদ ঃ ওযরবশত যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকার অনুমতি

٢٤٩٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنْتُ اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَغَشِيَتْهُ السَّكِيْنَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى فَخِذِىْ فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَىْءٍ اَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ فَقَالَ اكْتُبْ فَكَتَبْتُ فِىْ كَتِفٍ : لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَقَالَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمٰى لَمَّا سَمِعَ فَضِيْلَةَ الْمُجَاهِدِيْنَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لاَيَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا قَضٰى كَلَامَهٗ غَشِيَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ السَّكِيْنَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُهٗ عَلٰى فَخِذِىْ وَوَجَدْتُّ مِنْ ثِقْلِهَا فِى الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدْتُّ فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِقْرَأْ يَازَيْدُ وَقَرَأْتُ : لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ الْاٰيَةَ كُلِّهَا قَالَ زَيْدٌ فَاَنْزَلَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهَا فَاَلْحَقْتُهَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِىْ كَتِفٍ.

২৪৯৯। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পার্শ্বে ছিলাম। এমন সময় তাঁর উপর ওহী অবতরণ শুরু হল। এমতাবস্থায় তাঁর রান আমার রানের ওপর পতিত হয়। আমার নিকট তাঁর রানের চাইতে অধিক ভারি কোন বস্তু আছে বলে অনুভূত হল না। তারপর এ অবস্থা কেটে গেল। তিনি বললেন ঃ লেখ। আমি তখন অবতীর্ণ আয়াত لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلْاٰيَةَ হতে শেষ পর্যন্ত ছাগলের কাঁধের চামড়ায় লিখে নিলাম। (অর্থঃ মু'মিনদের মধ্যে যারা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে, তারা মুজাহিদগণের সমান মর্যাদাশীল নয়)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) যিনি একজন অন্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মুজাহিদগণের এহেন মর্যাদার কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মু'মিনদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে অসমর্থ তাদের অবস্থা কী হবে ? তার এ কথা শেষ হওয়া মাত্র আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর ওহী নাযিলের অবস্থা দেখা দিল। এ অবস্থায় তাঁর রান আবার আমার রানের ওপর পতিত হল এবং আমি আগের মতো এবারও তাঁর রানের ভার অনুভব করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওপর হতে এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি বললেন ঃ হে যায়িদ! পূর্বে যা লিখেছিলে তা পড়ে শোনাও। তখন আমি لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতটি পড়ে শোনালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ اَلْاٰيَةَ সম্পূর্ণ আয়াতটি বলে দিলেন। (এতে অক্ষম ও অসমর্থ লোকদের ঘরে বসে থাকার অনুমতি দেয়া হল)। যায়িদ (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটিকে একটি পৃথক আয়াতরূপে অবতীর্ণ করেছেন। আমি তা উক্ত আয়াতের পরে সংযোজন করলাম। আল্লাহ্র কসম ! যার হাতে আমার জান, সত্যই আমি যেন এর সংযোজন স্থানটি ছাগ-চর্মের গালের কাটা স্থানে এখনও দেখতে পাচ্ছি।

٢٥٠٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ اَقْوَامًا مَاسِرْتُمْ مَسِيْرًا وَّلَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ وَّلَاقَطَعْتُمْ مِنْ وَّادٍ اِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ حَبَسَتْهُمُ الْعُذْرُ.

২৫০০। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল.....মূসা ইব্ন আনাস তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যুদ্ধে আসার সময়ে কিছুলোক, মদীনায় ফেলে এসেছ (যারা অপারগতার কারণে তোমাদের সঙ্গে বের হতে পারেনি)। তোমরা যতদূর সফর করেছ, যা কিছু যুদ্ধে ব্যয় করেছ এবং যে পথ অতিক্রম করেছ, তারা এসব কাজে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। একথা শুনে অনেকে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তারা তো মদীনায় অবস্থান করছে, এমতাবস্থায় কী করে আমাদের সঙ্গে থাকবে ? তিনি উত্তর করলেন, তাদেরকে তো অপারগতা (যুক্তিসঙ্গত কারণ) আটকে রেখেছে।[১]

১. এতে বোঝা যায় যে, অসুস্থতা ও যুক্তিসঙ্গত কারণে অপারগ হলে যুদ্ধে যোগদান না করার অনুমতি আছে এবং সদিচ্ছার জন্য জিহাদের সাওয়াব হতে বঞ্চিত হয় না। জিহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঙ্গত কারণে যোগদান করতে না পারলেও সদিচ্ছার দরুণ সাওয়াব পাওয়া যায়।

banglainternet.com

٢٩١- بَابُ مَايُجْزِئُ مِنَ الْغَزْوِ

২৯১. অনুচ্ছেদ ঃ যে কাজে জিহাদের সাওয়াব পাওয়া যায়

٢٥٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ اَبُوْ مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِى يَحْيٰى حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِى بُسْرُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَّفَهُ فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ·

২৫০১। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন আবুল হাজ্জাজ ..... যায়িদ ইব্ন খালিদ আল্-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে সাহায্য করল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারের মঙ্গল সাধনে বাড়ীতে তার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করল সে-ও নিজে জিহাদ করল।

٢٥٠٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اِلٰى بَنِىْ لَحْيَانَ وَقَالَ لَيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِيْنَ اَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِىْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ اَجْرِ الْخَارِجِ ·

২৫০২। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিহ্য়ান গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠানোর সময় বলেছিলেন ঃ প্রত্যেক পরিবার হতে দু'জনের মধ্যে একজন পুরুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে বের হতে হবে। এরপর বললেন, বাড়িতে অবস্থানকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের পরিবার ও ধনসম্পদের হিফাযত করবে ও মঙ্গল সাধন করবে, সে উক্ত সৈনিকের অর্ধেক সাওয়াব অর্জন করবে।

٢٩٢- بَابُ فِى الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

২৯২. অনুচ্ছেদ ঃ সাহসিকতা ও ভীরুতা

٢٥٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ شَرُّ مَافِىْ رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ ·

২৫০৩। আবদুল্লাহ্ ইবনুল জাররাহ্ ..... মারওয়ান ইব্নুল হাকামের পুত্র আবদুল আযীয (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, পুরুষের মধ্যে দূষণীয় স্বভাব হল কার্পণ্য (কৃপণতা), যা তাকে হকদারের হক দান হতে বিরত রাখে, আর ভীরুতা ও হীন মানসিকতা যা যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে।

٢٩٣- بَابُ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

২৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না"

٢٥٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَسْلَمَ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ نُرِيْدُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَالرُّوْمُ مُلْصِقُوْا ظُهُوْرِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِيْنَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ مَهْ مَهْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يُلْقِىْ بِيَدَيْهِ اِلَى التَّهْلُكَةِ فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ فِيْنَا مَعَاشِرَ الْاَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ وَاَظْهَرَ الْاِسْلاَمَ قُلْنَا هَلُمَّ نُقِيْمُ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ فَالْاِلْقَاءُ بِاَيْدِيْنَا اِلَى التَّهْلُكَةِ اِنْ نُقِيْمَ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ قَالَ اَبُوْ عِمْرَانَ فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ اَيُّوْبَ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى دُفِنَ بِالْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ ٠

২৫০৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুস সারহ্‌ ..... আসলাম আবূ ইমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনা হতে কুস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) অভিমুখে যুদ্ধ-যাত্রা করলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের পুত্র আবদুর রহমান। রোমের সৈন্যবাহিনী ইস্তাম্বুল শহরের দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান ছিল। এমতাবস্থায় একব্যক্তি শত্রু-সৈন্যের উপর আক্রমণ করে বসল। তখন আমাদের লোকজন বলে উঠল ঃ থাম, থাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, সে তো নিজেই ধ্বংসের দিকে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন আবূ আইয়ূব আন্‌সারী (রা) বলেন, (অনুচ্ছেদে বর্ণিত) এ আয়াত আমাদের আনসার সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন আল্লাহ্‌র নবীকে আল্লাহ্‌ সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে জয়যুক্ত করলেন, তখন আমরা বলেছিলাম, আমরা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে থেকে আমাদের সহায়-সম্পদ দেখাশুনা করব এবং এর সংস্কার সাধন করব। তখন আল্লাহ্‌ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ (অর্থ) "আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।" আমাদের ঘরে থেকে মালামালের রক্ষণাবেক্ষণ করা ও যুদ্ধে না যাওয়াই হল নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া। আবূ ইমরান বলেন, এ কারণেই আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) আল্লাহ্‌র রাস্তায় সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে কুস্তুনতুনিয়ায় সমাহিত হলেন।

٢٩٤- بَابُ فِى الرَّمْىِ

২৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ তীর নিক্ষেপ

٢٥٠٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلاَّمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلٰثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِىْ بِهِ وَمُنْبِلَهُ

وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاِنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ وَ اِلاَّ ثَلٰثٌ تَادِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ اَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَاِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَهَا.

২৪০৫। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... উক্‌বা ইব্ন আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ্ একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ১. তীর প্রস্তুত কারীকে, যে যুদ্ধে ব্যবহারের সৎ উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে। ২. তীর নিক্ষেপকারীকে ৩. তীরের ঝুড়িবাহককে, যে প্রতিবার তীর নিক্ষেপকারীকে ব্যবহারের জন্য তীর সরবরাহ করে থাকে। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর ও ঘোড়ায় চড়। তোমাদের তীর নিক্ষেপের জন্য ঘোড়ায় আরোহণ করার চাইতে তীর নিক্ষেপই আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিন প্রকারের বিনোদন ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিনোদন অনুমোদিত নয়। ১. পুরুষের জন্য তার ঘোড়াকে কৌশলের প্রশিক্ষণ দান। ২. স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ করা। ৩. তীর ধনুক পরিচালনার প্রশিক্ষণ নেয়া। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে তার ব্যবহার ছেড়ে দেয়, সে যেন একটি উত্তম নে'আমত ত্যাগ করল। অথবা তিনি বলেছেন, নে'আমত অস্বীকার করল ও অকৃতজ্ঞ হল।

٢٥٠٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ عَلِىٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شَفِىٍّ الْهَمْدَانِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ.

২৫০৬। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... আবূ আলী সুমামা ইব্ন শাফী আল্ হামাদানী হতে বর্ণিত। তিনি উক্‌বা ইব্ন আমির আল্ জুহানী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দেয়ার সময় বলতে শুনেছেন ঃ (পবিত্র কুরআনের নির্দেশ) "তোমরা শত্রুর মোকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জন কর" –মনে রেখো, শক্তি অর্থ হল তীরবাজি। মনে রেখো, শক্তি অর্থ তীরবাজি। মনে রেখো, শক্তি অর্থ তীরবাজি। (তখনকার দিনে তীর নিক্ষেপ করার কৌশলই ছিল রণক্ষেত্রের বিজয়ের অন্যতম অস্ত্র। বর্তমানে বন্দুক, মেশিনগান, তোপ, কামান ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ এর অন্তর্ভুক্ত হবে)।

٢٩٥- بَابُ فِيْمَنْ يَغْزُوْا وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

২৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে যুদ্ধ করে

٢٥٠٧- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىُّ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِىْ بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَاَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللّٰهِ وَاَطَاعَ الْاِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَاِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ اَجْرٌ كُلُّهُ وَاَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْاِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ.

banglainternet.com

২৫০৭। হায়ওয়া ইব্‌ন শুরায়হ্ আল-হাযরামী ..... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যুদ্ধ দু' প্রকার, ১. যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে এবং ইমামের অনুগত থাকে, নিজের উৎকৃষ্ট সম্পদ যুদ্ধে ব্যয় করে, সঙ্গীর সহায়তা করে, ঝগড়া ফাসাদ ও অপকর্ম হতে বেঁচে থাকে। তার নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থার সব কিছুই পুণ্যে পরিণত হয়। ২. যে গর্বভরে লোক দেখানো ও সুনামের জন্য যুদ্ধ করে এবং ইমামের (নেতার) অবাধ্য থাকে ও পৃথিবীতে অন্যায় কাজ করে, সে সামান্য কিছু পুণ্য নিয়েও বাড়ি ফিরে না।

٢٥٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنِ ابْنِ مُكَرِّزٍ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُّرِيْدُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِىْ عَرَضًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا اَجْرَلَهُ فَاَعْظَمَ ذٰلِكَ النَّاسُ وَقَالُوْا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفْهِمْهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ يُّرِيْدُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِىْ عَرَضًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا قَالَ لَا اَجْرَلَهُ فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ لَا اَجْرَلَهُ ٠

২৫০৮। আবূ তাওবা আর-রাবী' ইব্‌ন নাফি' ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেও পার্থিব কিছু সম্পদ লাভেরও আশা করল, তার অবস্থা কিরূপ ? নবী করীম ﷺ উত্তর করলেন, তার কোনো পুণ্য হবে না। লোকজনের নিকট তা ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। তখন তারা লোকটিকে বিষয়টি পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বুঝিয়ে বলতে আরয করল। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের ইচ্ছা করে আর পার্থিব কিছু সম্পদও লাভ করতে চায়, তবে তার অবস্থা কেমন ? তিনি জবাব দিলেন, তার কোনই পুণ্য হবে না। লোকটি আবারও তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে বলায়, সে তৃতীয়বারেও জিজ্ঞাসা করল। তৃতীয়বারেও তিনি বললেন, তার কোন সাওয়াব হবে না।

٢٥٠٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ وَيُقَاتِلُ لِيُغْنِمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ حَتّٰى تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْاَعْلٰى فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ٠

২৫০৯। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার ..... আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, কোনো লোক নাম প্রচারের জন্য যুদ্ধ করে, কেউ প্রশংসা পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে, কেউ গনীমতের সম্পদ পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে, আর কেউ তার শৌর্য বীর্য প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণীকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌছানো পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকল সে মহান আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধরত গণ্য হবে।

٢٥١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ مِنْ اَبِىْ وَائِلٍ حَدِيْثًا اَعْجَبَنِىْ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ٠

২৫১০। আলী ইব্ন মুসলিম ..... আম্র হতে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি আবূ ওয়ায়েল হতে একটি চমৎকার হাদীস শুনেছি। এটুকু বলার পর তিনি উপরোক্ত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করলেন।

٢٥١١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْاَنْصَارِىُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْوَضَّاحِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَنَانِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُّحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُّحْتَسِبًا وَّاِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُّكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَائِيًا مُّكَاثِرًا يَّا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو عَلٰى اَىِّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ ٠

২৫১১। মুসলিম ইব্ন হাতিম আল আনসারী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র (রা) মহানবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে জিহাদ ও যুদ্ধ সম্বন্ধে বলুন, এর কোন্‌টি আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য ? তিনি বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ! যদি তুমি ধৈর্যের সাথে আল্লাহ্‌র নিকট হতে পুণ্য লাভের আশায় যুদ্ধ কর তবে তোমাকে আল্লাহ্ দৃঢ় রাখবেন এবং পুণ্যও দান করবেন। আর যদি তুমি গর্বভরে লোক দেখানো যুদ্ধ কর, তবে আল্লাহ্ তোমাকে গর্বিত ও লোক দেখানোরূপে চিহ্নিত করবেন। হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ! তুমি যে অবস্থায় যুদ্ধ কর বা মারা যাও তোমাকে সে অবস্থায় তোমার নিয়্যাত অনুযায়ী আল্লাহ্ উত্থিত করবেন।

٢٩٦- بَابٌ فِىْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

২৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ শাহাদাতের মর্যাদা

٢٥١٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اُصِيْبَ اِخْوَانُكُمْ بِاُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَاْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا وَتَاْوِىْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُّعَلَّقَةٍ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَاْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ قَالُوْا مَنْ يُّبَلِّغْ اِخْوَانَنَا عَنَّا اِنَّا اَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِى الْجِهَادِ وَلَايَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ قَالَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَاتِ ٠

২৫১২। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের ভাইগণ উহুদের যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন আল্লাহ্ তাদের রূহ্‌সমূহ (আত্মা) সবুজ পাখির পেটে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তারা জান্নাতের ঝরনায় গিয়ে এর পানি, দুধ ও মধু পান করতে লাগলো এবং জান্নাতের ফল ভক্ষণ করতে লাগলো। এরপর জান্নাতের সুস্বাদু খাদ্য, পানীয় ও অবসর বিনোদনের স্বাদ গ্রহণের পর তারা বলে উঠল, আমাদের এরূপ অবস্থার কথা যে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি ও পানাহার করছি, কে আমাদের ভাইদেরকে দুনিয়াতে পৌছিয়ে দেবে, যাতে তারা এটা শুনে জিহাদে অমনোযোগী না হয় এবং যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন না করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমিই তাদেরকে তোমাদের অবস্থার কথা পৌছিয়ে দেবো। নবী করীম ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে لاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا الخ (অর্থাৎ) "তোমরা মনে করো না যে, যারা আল্লাহ্‌র রাহে প্রাণ দিয়েছে, তারা মৃত্যুবরণ করেছে, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট পানাহার গ্রহণ করছে" নাযিল করলেন।

٢٩٧- بَابٌ

২৯৭. অনুচ্ছেদ

٢٥١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا عَوْفٌ حَدَّثَتْنَا حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ الصَّرِيْمِيَّةُ قَالَتْ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَنْ فِى الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِىُّ فِى الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْوَئِيْدُ فِى الْجَنَّةِ ٠

২৫১৩। মুসাদ্দাদ..... হাসনা বিন্‌ত মু'আবিয়া সুরাইমিয়্যা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার চাচা (আসলাম) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, কে কে বেহেশ্‌তে যাবে ? তিনি বললেন ঃ নবী ও শহীদ বেহেশ্‌তে যাবেন, গর্ভাবস্থায় মৃত সন্তান বেহেশ্‌তে যাবে এবং জীবন্ত প্রোথিত সন্তান বেহেশ্‌তে যাবে।

٢٩٨- بَابٌ فِى الشَّهِيْدِ يَشْفَعُ

২৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ শহীদ কর্তৃক সুপারিশ করা

٢٥١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ رَبَاحٍ الذِّمَارِىُّ حَدَّثَنِىْ نِمْرَانُ بْنُ عُتْبَةَ الذِّمَارِىُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى اُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ اَيْتَامٌ فَقَالَتْ اَبْشِرُوْا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْفَعُ الشَّهِيْدُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيْدِ ٠

২৫১৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... নিমরান ইব্‌ন উত্‌বা আল-যিমারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন ইয়াতীম ছেলে উম্মে দারদা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো যে, আমি (আমার স্বামী) আবূ দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শহীদ ব্যক্তি তার পরিবারের সত্তরজন লোকের জন্য (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হাশরে) সুপারিশ করবেন।

(তাঁর সুপারিশ গৃহীত হবে)। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী একজনের নাম রিবাহ্ ইব্নুল ওয়ালীদই সঠিক (যারা ওয়ালীদ ইব্ন রিবাহ্ বলেছেন তা সঠিক নয়)।

٢٩٩- بَابٌ فِي النُّوْرِ يُرٰى عَنْ قَبْرِ الشَّهِيْدِ

২৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের কবর হতে নূর দৃষ্ট হওয়া

٢٥١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ نَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرٰى عَلٰى قَبْرِهِ نُوْرٌ.

২৫১৫। মুহাম্মাদ ইব্ন আম্র আল-রাযী.....আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (আবিসিনিয়ার বাদশাহ্) নাজাশী মারা গেলেন, তখন আমরা বলাবলি করছিলাম, তাঁর কবরের ওপর নূর (আলো) সর্বদা দেখা যেতে থাকবে (সম্ভবত নাজাশী শাহাদাত বরণ করেছিলেন)।

٣٠٠- بَابٌ

৩০০. অনুচ্ছেদ

٢٥١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ أَخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قُلْتُمْ فَقُلْنَا دَعَوْنَا لَهُ وَقُلْنَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ شَكَّ شُعْبَةُ فِي صَوْمِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

২৫১৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... উবায়দ ইব্ন খালিদ আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দিয়েছিলেন। তাদের একজন প্রথমে শহীদ হন আর অপরজন তার পরে কোন জুমু'আর দিনে অথবা এমন কোনো দিনে মারা যান। আমরা তার জানাযা আদায় করি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এ ব্যক্তির ব্যাপারে কীরূপ দু'আ করলে ? আমরা বললাম, আমরা তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেছি আর বলেছি, হে আল্লাহ্ ! তাকে ক্ষমা কর এবং তার সঙ্গী ভাইয়ের সাথে মিলন ঘটিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে (প্রথম ব্যক্তির পরে) এ ব্যক্তি (জীবিত থেকে) যে সকল নামায, রোযা ও 'আমল (তার চাইতে অধিক পরিমাণে) করেছে, তা কোথায় যাবে ? (প্রকৃতপক্ষে) তাদের উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান রয়েছে।

banglainternet.com

٣٠١- بَابٌ فِى الْجَعَائِلِ فِى الْغَزْوِ

৩০১. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে শ্রমদান

٢٥١٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا ح وَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنِ ابْنِ أَخِى أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْأَمْصَارُ وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثًا فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا أَلَا وَذٰلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ ۔

২৫১৭। ইব্রাহীম ইব্ন মূসা আর-রাযী ..... আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বহু শহর জয় করে এর উপর তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভারি সাঁজোয়া বাহিনী গঠিত হবে। তজ্জন্য তোমাদের প্রত্যেক গোত্র হতে সেনাদল গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়বে। তখন তোমাদের ব্যক্তি বিশেষ সেনাদলে যোগদান পছন্দ করবে না। তাই সে দল হতে কেটে পড়বে। তারপর গোত্রে গোত্রে গিয়ে নিজেকে সৈন্যদলে ভাড়ায় নেওয়ার জন্য পেশ করবে আর বলবে, কে তাকে পারিশ্রমিক দিয়ে কোনো সেনাদলে গ্রহণ করবে? তোমরা জেনে রেখ যে, সে ব্যক্তি তার রক্তের শেষবিন্দু দান করা পর্যন্ত ভাড়াটিয়া শ্রমিকই থাকবে (মুজাহিদের মর্যাদা পাবে না)।

٣٠٢- بَابُ الرُّخْصَةِ فِى أَخْذِ الْجَعَائِلِ

৩০২. অনুচ্ছেদ ঃ অর্থের বিনিময়ে সৈন্য বা যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণের অনুমতি

٢٥١٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِّيصِيُّ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْغَازِى أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِى ۔

২৫১৮। ইব্রাহীম ইবনুল হাসান আল-মাস্সিসী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গাযীর জন্য নির্ধারিত পুণ্য রয়েছে। গাযীকে যুদ্ধাস্ত্র ভাড়া দিয়ে সহায়তা দানকারী তার সহায়তার পুণ্য পাবেই, অধিকন্তু গাযীর সমান পুণ্যেরও অধিকারী হবে।

٣٠٣- بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَغْزُوا بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

৩০৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সেবার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করে

٢٥١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ أَنَّ يَعْلَى ابْنَ مُنْيَةَ قَالَ أَذِنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ

كَبِيْرٌ لَيْسَ لِيْ خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أَجِيْرًا يَكْفِيْنِيْ وَأَجْرِيْ لَهُ سَهْمَهُ فَوَجَدْتُ رَجُلاً فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيْلُ أَتَانِيْ فَقَالَ مَا أَدْرِيْ مَا السَّهْمَانِ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِيْ فَسَمِّ لِيْ شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيْمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أَجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيْرَ فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ فَقَالَ مَا أَجِدُ لَهُ فِيْ غَزْوَتِهِ هٰذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلاَّ دَنَانِيْرَ الَّتِيْ سَمَّى ·

২৫১৯। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন দায়লামী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ালা ইব্ন মুনাব্বি (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য আহবান করলেন। আমি খুবই বৃদ্ধ ছিলাম। আমার কোন খাদেম ছিল না। তাই এমন একজন শ্রমিক তালাশ করলাম, যে আমার সহায়তার জন্য যথেষ্ট হবে। তাকে একজন সৈনিকের প্রাপ্য অংশ মজুরী দেয়ার মনস্থ করলাম। সেরূপ এক ব্যক্তিকে পেয়েও গেলাম। যখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফেরার সময় নিকটবর্তী হল, তখন সে তার মজুরীর জন্য আমার নিকট উপস্থিত হল আর বলল, আমি সৈনিকের প্রাপ্যাদি সম্বন্ধে কিছুই জানি না, সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করায় আমার প্রাপ্য কত হবে তা-ও বুঝি না, আমাকে পরিমাণমত হোক বা না হোক কিছু মজুরী ঠিক করে দিন। আমি তখন তাকে তিন দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) মজুরী দানের সাব্যস্ত করলাম। এরপর যখন সৈনিকদের সেহাম (প্রাপ্যাংশ) উপস্থিত হল, তখন অন্যান্য সৈনিকের মতো তার প্রাপ্যাংশ তাকে দিতে চাইলাম, তারপর আমার মনে পড়ল, তার জন্য মযুরী নির্দ্ধারিত তিন দীনার। আমি ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ-এর নিকট গিয়ে সমাধানের জন্য উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন ঃ তার জন্য এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ইহকাল ও পরকালে নির্দ্ধারিত দীনার ছাড়া অপর কোন পুণ্য আছে বলে আমার মনে হয় না। (অর্থাৎ সে মুজাহিদ হিসেবে আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করেনি, বরং শ্রমিক হিসেবে পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করেছে। অতএব, সে শুধু নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। মুজাহিদের মান-মর্যাদা, প্রাপ্যাংশ ও সাওয়াব কোন কিছুরই ভাগী হবে না)।

٣٠٤- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَغْزُوْ وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

৩০৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে নারায রেখে যুদ্ধে যেতে চায়

٢٥٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا سُفْيَانُ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَايَ يَبْكِيَانِ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا ·

২৫২০। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি হিজরত করে (আপনার সাথে যুদ্ধে গমনের জন্য) আপনার হাতে বায়'আত করতে এসেছি। কিন্তু আমার মাতাপিতা নারায বিধায় কাঁদছেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও। যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ সেভাবে তাঁদেরকে হাসিয়ে তোলো।

٢٥٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُجَاهِدُ قَالَ اَلَكَ اَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْعَبَّاسِ هٰذَا الشَّاعِرُ اِسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوْخٍ ٠

২৫২১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... আবুল আব্বাস সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যুদ্ধ করব। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা আছেন কি ? সে বলল, হাঁ আছেন। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তাঁদের খিদমত করে তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ কর। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী আবুল আব্বাস একজন কবি। তাঁর আসল নাম আস-সাইব ইব্ন ফাররূখ।

٢٥٢٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ دَرَّاجًا اَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ هَلْ لَّكَ اَحَدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ اَبَوَاىَ فَقَالَ اَذِنَالَكَ قَالَ لاَ قَالَ اِرْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَاِنْ اَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَاِلاَّ فَبِرَّهُمَا ٠

২৫২২। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে, একজন লোক ইয়ামান হতে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পৌছল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ামানে তোমার কেউ রয়েছে কি? সে উত্তর করল, আমার পিতা-মাতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তারা উভয়ে তোমাকে হিজরত করতে অনুমতি দিয়েছেন কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে গিয়ে তাঁদের উভয়ের অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি তাঁরা উভয়ে তোমাকে হিজরত করার ও যুদ্ধ করার অনুমতি দেন তবে ফিরে এসে জিহাদ কর, অন্যথায় তাঁদের উভয়ের খিদমত কর।[১]

٣٠٥- بَابٌ فِى النِّسَاءِ يَغْزُوْنَ

৩০৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

٢٥٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِاُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِّنَ الاَنْصَارِ لَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى ٠

২৫২৩। আবদুস সালাম ইব্ন মুতাহ্হার ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সুলায়মকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। আর আনসারী মহিলারাও সঙ্গে যেতেন। তারা সৈনিকদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পানি পান করাতেন এবং আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করতেন।[২]

১. মুসলিম পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যোগদান করা বা হিজরত করা নিষিদ্ধ বলে এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। অবশ্য অমুসলিম পিতা-মাতার এ ব্যাপারে অনুমতি নেয়ার মুসলিম সন্তানের জন্য দরকার করে না। মুসলিম সন্তানের জন্য মুসলিম পিতা-মাতার সেবা যত্নের দ্বারা তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা জিহাদের শামিল। সে কারণে যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাদের অনুমতি প্রয়োজন।

২. নারীরা তাদের স্বামী ও রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের সেবা সুশ্রূষা করতেন। বেগানা পুরুষদের ব্যাপারে তাদের শরীর স্পর্শ না করে যথাসম্ভব পর্দার সাথে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করতেন।

٣٠٦- بَابُ فِيْ الْغَزْوِ مَعَ اَئِمَّةِ الْجَوْرِ

৩০৬. অনুচ্ছেদ ঃ অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ

٢٥٢٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ نَشَّةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ تُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلاَ تُخْرِجُهُ مِنَ الْاِسْلاَمِ بِعَمَلٍ وَّ الْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ اُمَّتِيَ الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَّلاَ عَدْلُ عَادِلٍ وَّالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ ٠

২৫২৪। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানের মূল হল তিনটি বিষয় ঃ ১. যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়েছে, তাকে হত্যা ও কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা; ২. কোন পাপের কারণে তাকে কাফির না বলা এবং ৩. শির্ক ও কুফরী কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য তাকে ইসলাম হতে বহিষ্কার না করা। যখন থেকে আমাকে আল্লাহ্ নবী করেছেন তখন থেকেই জিহাদ চালু রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে। শেষ পর্যন্ত আমার উম্মাতের শেষ দলটি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। কোন অত্যাচারীর অত্যাচার এবং কোন বিচারকের বিচারে যুদ্ধ বাতিল হবে না এবং ভালমন্দ সব কিছু আল্লাহ্র পক্ষ হতে হয় বলে বিশ্বাস করাও প্রকৃত ঈমান।

٢٥٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ٠

২৫২৫। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শাসকের নির্দেশে যুদ্ধ করা তোমাদের ওপর অপরিহার্য, চাই সে সৎ হোক বা অসৎ। সালাত (নামায) তোমাদের উপর ফরয প্রত্যেক মুসলিমের পেছনে, সে (ইমাম) সৎ হোক অথবা অসৎ, যদিও সে কবীরা গুনাহ্ করে থাকে। আর জানাযার নামায প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয, মৃত ব্যক্তি সৎ হোক অথবা অসৎ, যদিও সে কবীরা গুনাহ্ করে থাকে।

٣٠٧- بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهٖ يَغْزُوْ

৩০৭. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের মালপত্রের বোঝা বহন করে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে

٢٥٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَّغْزُوَ وَقَالَ يَامَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ

وَالْاَنْصَارِ اِنَّ مِنْ اِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَّ لَا عَشِيْرَةٌ فَلْيَضُمَّ اَحَدُ اِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ اَوِ الثَّلَاثَةَ فَمَا لِاَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ اِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ يَعْنِى اَحَدِهِمْ قَالَ فَضَمَمْتُ اِلَىَّ اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةً قَالَ مَالِىْ اِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ اَحَدٍ مِّنْ حَمْلِىْ ٠

২৫২৬। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আল-আন্‌বারী..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বললেন, হে মুহাজির ও আনসার সম্প্রদায়ের লোকজন! তোমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যাদের যুদ্ধে ব্যয় করার মত নিজস্ব ধনসম্পদ নেই এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আত্মীয়স্বজনও নেই, তাদের দুই বা তিনজনকে তোমাদের প্রত্যেকে নিজের সঙ্গে শামিল করে নেয়া উচিত। তখন আমাদের কারো সঙ্গে একের অধিক মালবাহী পশু ছিল না যে, পালাক্রমে আরোহণ করা ছাড়া তাদেরকে নেয়া যায় না। জাবির (রা) বলেন, তখন আমি তাদের দু'জন বা তিনজনকে একের পর এক পালাক্রমে আমার বাহনে নেয়ার ব্যবস্থা করলাম।

٣٠٨ بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَغْزُوْ يَلْتَمِسُ الْاَجْرَ وَالْغَنِيْمَةَ

৩০৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পুণ্য ও গণীমত লাভের আশায় যুদ্ধে যেতে চায়

٢٥٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ ضَمْرَةُ ابْنُ زُغْبٍ الْاِيَادِىُّ حَدَّثَهُ قَالَ نَزَلَ عَلَىَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَوَالَةَ الْاَزْدِىُّ فَقَالَ لِىْ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَغْنَمَ عَلٰى اَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِىْ وُجُوْهِنَا فَقَامَ فِيْنَا فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ اِلَىَّ فَاَضْعُفَ عَنْهُمْ وَلَا تَكِلْهُمْ اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوْا عَنْهَا وَلَا تَكِلْهُمْ اِلَى النَّاسِ فَيَسْتَاْثِرُوْا عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَاْسِىْ اَوْ عَلٰى هَامَتِىْ ثُمَّ قَالَ يَابْنَ حَوَالَةَ اِذَا رَاَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ اَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْاُمُوْرُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِىْ هٰذِهِ مِنْ رَاْسِكَ ٠

২৫২৭। আহ্‌মাদ ইব্ন সালিহ্..... দামুরা ইব্ন যুগ্‌ব আল-আয়াদী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওয়ালা আল-আযদী (রা) একদিন আমার ঘরে মেহমান হলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সময়ে আমাদেরকে পদব্রজে যুদ্ধে পাঠালেন, যেন আমরা গণীমতের মাল লাভ করতে পারি। যুদ্ধ শেষে আমরা ফিরে আসলাম খালি হাতে, কোন গণীমত পাওয়া গেল না। এতে মহানবী ﷺ আমাদের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ অনুভব করলেন। তিনি আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে তাদের ক্লান্তি দূর করার জন্য আমার দিকে সোপর্দ করো না এবং তাদের নিজের দিকেও সোপর্দ করো না, তাতে তারা অপারগ হয়ে যাবে। আর তাদেরকে লোকজনের হাতেও সোপর্দ করো না, তাতে তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এটা বলার পর তিনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেন, হে হাওয়ালার পুত্র! যখন তুমি দেখতে পাবে যে, সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন মনে করবে যে, অধিক ভূমিকম্প, কষ্ট ও মহা-দুর্ঘটনা ঘনিয়ে এসেছে। আর কিয়ামত তখন লোকের এত নিকটবর্তী হবে, যেমন আমার এ হাত তোমার মাথার নিকটবর্তী।

٣٠٩- بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَشْرِىْ نَفْسَهٗ

৩০৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে নিজেকে বিক্রি করে দেয়

٢٥٢٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ أَنَا حَمَّادٌ أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ عَنْ رَجُلٍ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَانْهَزَمَ يَعْنِىْ أَصْحَابَهٗ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتّٰى أُهْرِيْقَ دَمُهٗ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلٰئِكَةِ انْظُرُوْا إِلٰى عَبْدِىْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ حَتّٰى أُهْرِيْقَ دَمُهٗ ۔

২৫২৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির বিষয়ে বিস্ময়বোধ করবেন, যে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে গিয়ে সঙ্গী-সাথীসহ পরাজিত হয়ে আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কে নিজ কর্তব্য উপলব্ধি করে। তারপর কাফিরদের সঙ্গে মনে প্রাণে যুদ্ধ করার জন্য ফিরে আসে ও নিজের রক্ত বইয়ে দিয়ে শহীদ হয়। তখন আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদেরকে সম্বোধন করে বলে থাকেন, তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি দেখ, সে আমার নিকট হতে সাওয়াব পাওয়ার আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে ফিরে এসে নিজের রক্ত দিয়েছে।

٣١٠- بَابٌ فِيْمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهٗ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

৩১০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করে অকুস্থলে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করে শহীদ হয়

٢٥٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُقَيْشٍ كَانَ لَهٗ رِبَاءٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُّسْلِمَ حَتّٰى يَأْخُذَهٗ فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ بَنُوْ عَمِّىْ قَالُوْا بِأُحُدٍ قَالَ أَيْنَ فُلَانٌ قَالُوْا بِأُحُدٍ قَالَ أَيْنَ فُلَانٌ قَالُوْا بِأُحُدٍ فَلَبِسَ لَأْمَتَهٗ وَرَكِبَ فَرَسَهٗ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ فَلَمَّا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَالُوْا إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو قَالَ إِنِّىْ قَدْ اٰمَنْتُ فَقَاتَلَ حَتّٰى جُرِحَ فَحُمِلَ إِلٰى أَهْلِهٖ جَرِيْحًا فَجَاءَهٗ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لِأُخْتِهٖ سَلِيْهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَهُمْ أَمْ غَضَبًا لِلّٰهِ فَقَالَ بَلْ غَضَبًا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ مَا صَلّٰى لِلّٰهِ صَلٰوةً ۔

২৫২৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। আম্‌র ইব্‌ন আকইয়াশ (রা) -এর জাহিলী যুগে একটি ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। (ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ঘাঁটি হিসেবে লালনপালন করতো)। এ কারণে সে ইসলাম গ্রহণ করা পছন্দ করতো না, যে পর্যন্ত তা ধ্বংস না হয়। তারপর উহুদের যুদ্ধের দিন সে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার চাচাত ভাইগণ কোথায়? লোকজন উত্তর দিল, তারা উহুদের যুদ্ধে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, অমুক কোথায়? লোকজন উত্তর দিল-উহুদে। সে বলল, অমুক কোথায়? লোকজন উত্তর দিল, সকলেই উহুদের যুদ্ধে

গিয়েছে। তখন সে তার যুদ্ধের বস্ত্র ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে তাদের অভিমুখে যাত্রা করল। যখন মুসলমানরা তাকে দেখতে পেল, তারা বলে ওঠল, হে আমর! তুমি কি তোমার দিকে তাকবে, না কি আমাদের পক্ষে লড়াই করবে? সে বলল, আমি সবেমাত্র ঈমান এনেছি। তারপর সে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। যুদ্ধ করতে করতে সে আহত হয়ে পড়ল। আর তাকে আহত অবস্থায় তার পরিবারের নিকট নেয়া হল। তখন সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) তার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তার ভগ্নিকে বললেন, তুমি তোমার ভাইকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি তোমাদের গোত্রীয় টানে যুদ্ধ করেছে না তাদের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে যুদ্ধ করেছে, নাকি আল্লাহ্‌র গযবের ভয়ে যুদ্ধ করেছে? তখন সে নিজেই বলে উঠল, বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের গযবের ভয়ে। অতঃপর সে মারা গেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একবেলা নামাযও আদায় করতে হল না।

٣١١- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَمُوْتُ بِسِلاَحِهِ

৩১১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা যায়

٢٥٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ كَذَا قَالَ هُوَ وَعَنْبَسَةُ يَعْنِيْ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ اَحْمَدُ وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ اَخِيْ قِتَالاً شَدِيْدًا فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ وَشَكُّوْا فِيْهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَاَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ اَبِيْهِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبُوْا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ .

২৫৩০। আহ্‌মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... সালামা ইব্নুল আকওয়া' (রা) বলেছেন, খায়বার যুদ্ধের দিন আমার ভাই দারুণভাবে যুদ্ধ করলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর নিজের তরবারি ফিরে এসে তাঁর নিজের গায়ে আঘাত হানল। এতে তিনি মারা গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর এহেন মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে আপত্তি করলেন, এক ব্যক্তি নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা গেছেন, (তিনি মনে হয় শহীদ হননি)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে মুজাহিদ হিসেবে জিহাদ করতে করতে মারা গেছে। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী ইব্ন শিহাব (র) বলেন, এরপর আমি সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা)-এর এক পুত্রকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁর পিতা হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন, তদুপরি তিনি অতিরিক্ত কিছু কথা বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তারা ভুল করেছে। আসলে সালামা মুজাহিদ হিসেবে জিহাদ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছে। সে দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হয়েছে।

٢٥٣١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيْدُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سَلاَمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِيْ سَلاَمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَغَرْنَا عَلٰى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَاَخْطَاَهُ وَاَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخُوْكُمْ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ

فَوَجَدُوْهُ قَدْ مَاتَ فَلَفَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلّٰى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَشَهِيْدٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيْدٌ ·

২৫৩১। হিশাম ইব্‌ন খালিদ..... মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সালাম নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা জুহায়না বংশের এক গোত্রের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালালাম। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি কাফিরদের এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তার উপর তরবারির আঘাত হানে। সে তরবারির আঘাত ভুলক্রমে কাফিরকে অতিক্রম করে তার নিজের গায়েই পতিত হল এবং তিনি ভীষণভাবে আহত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে মুসলমানের দল! তোমাদের ভাই কোথায়, তার খবর লও। লোকজন তাঁর দিকে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, তিনি মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মৃতদেহ তাঁরই রক্তাক্ত কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন এবং জানাযার নামায পড়ে তাঁকে দাফন করলেন। এরপর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি কি শহীদ হয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ, সে শহীদ হয়েছে, আর আমি এর সাক্ষী।

٣١٢- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

৩১২. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর মোকাবিলার সময় দু'আ করা

٢٥٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ نَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ لَاتُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ مُوْسَى وَحَدَّثَنِيْ رِزْقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَقْتَ الْمَطَرِ ·

২৫৩২। আল-হাসান ইব্‌ন আলী ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'সময়ের দু'আ (কবূল না হয়ে) ফেরত আসে না। ১. আযানের সময়ের দু'আ, ২. যুদ্ধের সময়ের দু'আ, যখন একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। অত্র হাদীসের মধ্যবর্তী রাবী মূসা অপর সনদে উক্ত সাহাবী হতে এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন, বৃষ্টির সময়ও দু'আ কবূল হয়।

٣١٣- بَابُ فِيْ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ

৩১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শাহাদাত কামনা করেন

٢٥٣٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ أَبُوْ مَرْوَانَ وَابْنُ الْمُصَفّٰى قَالَا نَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ يَرُدُّ إِلٰى مَكْحُوْلٍ إِلٰى مَالِكِ ابْنِ يُخَامِرَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ

فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ زَادَ بْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هُنَا وَمَنْ جُرِحَ جَرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَرَّ مَا كَانَتْ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خَرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابِعَ الشُّهَدَاءِ ·

২৫৩৩। হিশাম ইব্ন খালিদ আবূ মারওয়ান ও ইব্ন মুসাফ্ফা ..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একটি উটের দু'বেলা দুধ দোহনের মধ্যবর্তী ফাঁকের সময়টুকুও যুদ্ধে ব্যয় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়। আর যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র নিকট নিজের জান কুরবান করার প্রার্থনা জানায়, তারপর সে ঘরেই মারা যায় বা নিহত হয়, তার জন্য একজন শহীদের পুণ্য অবধারিত। ইব্ন মুসাফ্ফা বর্ণিত অত্র হাদীসে এরপর আরও অধিক বলা হয়েছে যে, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করতে গিয়ে শত্রুর আঘাতে আহত হল অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনার শিকার হল, তবে কিয়ামতের দিন উক্ত ক্ষতস্থান যাফরানের রং-এর মত উজ্জ্বল রং ধারণ করবে এবং তথা হতে মিশ্ক আম্বরের সুগন্ধ ছড়াতে থাকবে। আর জিহাদরত অবস্থায় যার শরীরে ফোঁড়া, পাঁচড়া ইত্যাদি দেখা দেয় তার শরীরে শহীদের মোহর অংকিত হবে।

٣١٤- بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

৩১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার কপালের পশম ও লেজ কাটা ঠিক নয়

٢٥٣٤- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ ح وَنَا خَشِيشُ بْنُ أَصْرَمَ نَا أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نَضْرٍ الْكِنَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ وَقَالَ أَبُو تَوْبَةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ وَهٰذَا لَفْظُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ ·

২৫৩৪। আবূ তাওবা ..... উত্বা ইব্ন আব্দ আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ঘোড়ার কপালের পশম কাটবে না, ঘাড়ের পশম কাটবে না এবং লেজের পশমও না। কারণ, এর লেজ হল মশা-মাছি বিতাড়নের হাতিয়ার, আর ঘাড়ের পশম শীতের বস্ত্র স্বরূপ এবং কপালের পশম সৌভাগ্যের প্রতীক।

٣١٥- بَابٌ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ

৩১৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার যেসব রং প্রিয়

٢٥٣٥- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالَقَانِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ ﷺ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ ·

banglainternet.com

২৫৩৫। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ..... আবূ ওয়াহ্ব আল্-জুশামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ঘোড়া কেনার সময় কপাল সাদা, লাল-কালো মিশ্রিত উজ্জ্বল রং-এর অথবা পা সাদা, উজ্জ্বল লাল রং-এর অথবা শরীর কালো এবং কপাল ও পায়ে সাদা চিত্রা রং-এর ঘোড়া বেছে নিও।

٢٥٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا اَبُوْ الْمُغِيْرَةِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ اَشْقَرَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ كُمَيْتٍ اَغَرَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ مُهَاجِرٍ وَسَاَلْتُهُ لِمَ فَضَّلَ الْاَشْقَرَ قَالَ لِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ اَوَّلُ مَاجَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اَشْقَرَ ·

২৫৩৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ আত্তায়ী ..... ইব্ন ওয়াহ্ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ঘোড়া নেয়ার সময় উজ্জ্বল লাল রং-এর অথবা কালো চিত্রা রং-এর ঘোড়া গ্রহণ করবে। বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীসের মতো বর্ণনা করলেন। অত্র হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাজির বলেন, আমি আমার শায়খকে (উস্তাদকে) জিজ্ঞাসা করলাম, লাল রং-এর ঘোড়াকে কেন মর্যাদা দেয়া হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, নবী করীম ﷺ একদল সৈন্য যুদ্ধে পাঠানোর পর দেখলেন, সর্বাগ্রে যুদ্ধে জয়লাভ করে যে ব্যক্তি ফিরে এসেছে সে উজ্জ্বল লাল রং-এর ঘোড়ায় আরোহী।

٢٥٣٧- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُمْنُ الْخَيْلِ فِىْ شُقْرِهَا ·

২৫৩৭। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ লাল রং-এর ঘোড়াসমূহে বরকত নিহিত রয়েছে।

٢٥٣٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّىُّ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىِّ نَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَمِّى الْاُنْثٰى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا ·

২৫৩৮। মূসা ইব্ন মারওয়ান আর-রুক্কী..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাদী ঘোড়াকে ফার্স (فرس) নামে আখ্যায়িত করতেন।

٣١٦- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

৩১৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার মধ্যে যা অপছন্দনীয়

٢٥٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَالشِّكَالُ يَكُوْنُ الْفَرَسُ فِىْ رِجْلِهِ الْيُمْنٰى بَيَاضٌ وَفِىْ يَدِهِ الْيُسْرٰى اَوْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى وَفِىْ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى ·

২৫৩৯। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শেকাল ঘোড়া অপছন্দ করতেন। শেকাল হ'ল ঐ ঘোড়া যার পেছনের ডান পা ও সামনের বাম পা সাদা অথবা পেছনের বাম পা ও সামনের ডান পা সাদা।

banglainternet.com

٣١٧- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

৩১৭. অনুচ্ছেদ ঃ পশু-পক্ষীদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে যে সকল নির্দেশ রয়েছে

٢٥٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مِسْكِيْنٌ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلِيَّةَ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَكُلُوْهَا صَالِحَةً ٠

২৫৪০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী ..... সাহ্ল ইব্ন হানযালিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার অনাহারে পেট ও পিঠ একত্র হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে মহানবী ﷺ বললেন, তোমরা এ সকল বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহণ কর এবং খাওয়ার সময়ও সুস্থ সবল প্রাণীর গোশ্ত খাও।

٢٥٤١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا مَهْدِىٌّ نَا ابْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَرْدَفَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَسَرَّ اِلَىَّ حَدِيْثًا لَا اُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ وَكَانَ اَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدْفًا اَوْ حَائِشَ نَخْلٍ قَالَ فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَاَى النَّبِىَّ ﷺ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ فَجَاءَ فَتًى مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَفَلَا تَتَّقِى اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِى مَلَّكَكَ اللّٰهُ اِيَّاهَا فَاِنَّهُ شَكَا اِلَىَّ اَنَّكَ تُجِيْعُهُ وَتُدْئِبُهُ ٠

২৫৪১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর খচ্চরের পিঠে তাঁর পেছনে বসালেন। তারপর তিনি আমাকে গোপনে একটি কথা বললেন, এবং তিনি বললেন ঃ কাউকেও বলবে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রাসূল ﷺ -এর দু'টি স্থান খুবই পছন্দনীয় ছিল, ১. কোন উঁচু স্থান অথবা ২. গাছের ঝাড়। একবার তিনি একজন আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন। তখন হঠাৎ একটি উট দেখা গেল। সেটি নবী করীম ﷺ -কে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিঁ হিঁ শব্দে আওয়ায করে কাঁদতে লাগলো। দু'চোখ হতে অশ্রুধারা বইতে লাগলো। নবী করীম ﷺ তার কাছে গেলেন এবং তার মাথার পেছন দিকে হাত রেখে দু'কানের গোড়া পর্যন্ত মুছে দিলেন। তাতে সে চুপ করে গেল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ উটটি কার? এর মালিক কে? আনসার সম্প্রদায়ের এক যুবক বের হয়ে এসে উত্তর দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আমার উট। মহানবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ যে তোমাকে এ চতুষ্পদ জন্তুটির মালিক করেছেন, তুমি কি এর তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো না? সে আমার নিকট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে, তুমি তাকে অভুক্ত রাখ এবং তাকে কষ্ট দাও।

٢٥٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَّوْلٰى اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِيْ بِطَرِيْقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَّلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ بَلَغَنِيْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ وَمَلاَ خُفَّهُ فَاَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتّٰى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَاَجْرًا قَالَ فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَّطْبَةٍ اَجْرٌ ٠

২৫৪২। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল-কা'নাবী..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি পায়ে হেঁটে রাস্তায় চলতে চলতে অধিক পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। সে একটি পানির কূপ পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করল। কূপ হতে উঠে এসে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার তাড়নায় কাদা মাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই এ কুকুরটির পিপাসা লেগেছে যেমনটি আমার লেগেছিল। সে কূপে নেমে তার চামড়ার মোজা পানিভর্তি করে তার মুখে নিয়ে উপরে ওঠল, আর কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ্ তা'আলা এতে খুশি হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পশুদের প্রতি সদয় হলেও কি আমাদের পুণ্য হবে? তিনি উত্তর করলেন, প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীকে পানি পান করানোর মধ্যে সাওয়াব রয়েছে।

٣١٨- بَابُ فِيْ نُزُوْلِ الْمَنَازِلِ

৩১৮. অনুচ্ছেদ ঃ গন্তব্যে পৌঁছার পর করণীয়

٢٥٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا اِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَنُسَبِّحُ حَتّٰى نُحِلَّ الرِّحَالَ ٠

২৫৪৩। মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা দুপুরের সময় যখন কোন মনযিলে বিশ্রাম নেয়ার জন্য ঘোড়া বা উটের পৃষ্ঠ হতে নামতাম, তখন এর পিঠ হতে মালপত্র ও গদি অপসারণ করে ভারবাহী পশুকে আরাম দানের পূর্বে নিজেরা কোন নামায পড়তাম না (অর্থাৎ আরাম করতাম না)।

٣١٩- بَابُ فِيْ تَقْلِيْدِ الْخَيْلِ بِالْاَوْتَارِ

৩১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ধনুকের তার দিয়ে ঘোড়ার গলায় মালা বাঁধা

٢٥٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ اَبَابَشِيْرٍ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلاً قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِيْ مَبِيْتِهِمْ لاَ تُبْقِيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةً مِّنْ وَّتَرٍ وَلاَ قِلاَدَةً اِلاَّ قُطِّعَتْ قَالَ مَالِكٌ اُرٰى اَنَّهُ ذٰلِكَ مِنْ اَجْلِ الْعَيْنِ ٠

২৫৪৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা আল-কা'নাবী..... আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) হতে বর্ণিত। আবূ বিশ্‌র আল-আনসারী (রা) তাকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা)-কে এ মর্মে একজন দূত হিসাবে পাঠালেন। অত্র হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বাক্‌র বলেন, আমার মনে হয় যে, আমাদের শায়খ বলেছেন, লোকজন যার যার ঘরে ছিল। তাদের উটের গলায় ধনুকের তারের কিলাদা (গলাবন্ধ) ছিল; যেন তিনি তা কেটে দেন। সে মতে সকল গলাবন্ধ কেটে দেয়া হয়েছে। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী মালিক বলেন, আমার ধারণা যে, বদ নযর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ঐরূপ কিলাদা পশুর গলায় ব্যবহার করা হতো।

٣٢٠- بَابٌ فِيْ إِكْرَامِ الْخَيْلِ وَارْتِبَاطِهَا

৩২০. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া

٢٥٤٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ الطَّالَقَانِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوْا بِنَوَاصِيْهَا وَاِعْجَازِهَا أَوْ قَالَ أَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوْهَا وَلَا تُقَلِّدُوْهَا بِالْأَوْتَارِ.

২৫৪৫। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ..... আবূ ওয়াহ্‌ব আল্-জুশামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ঘোড়া প্রতিপালন কর। আর এর কপালের পশম ও ঘাড়ের পশম যত্নসহ মুছে দিও এবং এর গলায় নিদর্শনের মালা (কিলাদা) পরিয়ে দিও। কিন্তু (অন্ধ যুগের বদ রসমী) ধনুক তারের কবজ পরায়ো না। (যা বদ নযর হতে বাঁচার আশায় পরানো হতো)।

٣٢١- بَابٌ فِيْ تَعْلِيْقِ الْأَجْرَاسِ

৩২১. অনুচ্ছেদ ঃ পশুদের গলায় ঘন্টা ঝুলানো

٢٥٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْأَجْرَاسِ مَوْلٰى أُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلٰئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ.

২৫৪৬। মুসাদ্দাদ..... উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (রহমতের) ফিরিশ্‌তাগণ ঐ সকল পথিক দলের সঙ্গে থাকেন না যাদের পশুর গলায় ঘন্টা রয়েছে।

٢٥٤٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَصْحَبُ الْمَلٰئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ أَوْ كَلْبٌ.

২৫৪৭। আহ্‌মাদ ইব্ন ইউনুস ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (রহমতের) ফিরিশ্‌তাগণ সে পথিক দলের সহগামী হন না, যাদের মধ্যে ঘন্টা অথবা কুকুর থাকে।

٢٥٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْجَرَسِ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ.

২৫৪৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ ঘন্টার মধ্যে শয়তানের নাচন-কাঠি রয়েছে।

٣٢٢- بَابُ فِىْ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ

৩২২. অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানাখোর পশুর পিঠে আরোহণ

٢٥٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى عَنْ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ ٠

২৫৪৯। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পায়খানাখোর উটের পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

٢٥٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ نَا عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِى الْاِبِلِ اَنْ يُّرْكَبَ عَلَيْهَا ٠

২৫৫০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ সুরাইহ্ আল-রাযী ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের মধ্যে পায়খানাখোর উট ক্রয় করতে এবং এর পিঠে আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٣- بَابُ فِى الرَّجُلِ يُسَمِّىْ دَابَّتَهُ

৩২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার পশুর নাম রাখে

٢٥٥١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ يُّقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ

২৫৫১। হান্নাদ ইব্‌ন আস-সারী..... মু'আয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেছিলাম যাকে উফায়র বলা হতো।

٣٢٤- بَابُ فِى النِّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيْرِ يَاخَيْلَ اللهِ اَرْكَبِىْ

৩২৪. অনুচ্ছেদ ঃ "হে আল্লাহ্‌র ঘোড়সাওয়ার! ঘোড়ায় আরোহণ কর" বলে যুদ্ধ-যাত্রার ডাক দেয়া

٢٥٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيٰنَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ اَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ دَاوُدَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَمّٰى خَيْلَنَا خَيْلَ اللهِ اِذَا قَرَعْنَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اِذَا قَرَعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِيْنَةِ وَاِذَا قَاتَلْنَا ٠

banglainternet.com

২৫৫২। মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ ইব্ন সুফ্ইয়ান..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ঘোড়াকে শত্রু-ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার সময় "আল্লাহ্র ঘোড়া" নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে, যখন আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হতাম তখন একজোট হয়ে ধৈর্যের সাথে শান্ত ও অটল থাকার নির্দেশ দিতেন।

٣٢٥- بَابُ النَّهْىِ عَنْ لَّعْنِ الْبَهِيْمَةِ

৩২৫. অনুচ্ছেদ ঃ পশুকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ

٢٥٥٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ مَا هٰذِهِ قَالُوْا هٰذِهِ فُلاَنَةٌ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ضَعُوْا عَنْهَا فَاِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ فَوَضَعُوْا عَنْهَا قَالَ عِمْرَانُ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهَا نَاقَةٌ وَرْقَاءُ ٠

২৫৫৩। সুলায়মান ইব্ন হার্ব ..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কোন এক সফরে যেতে যেতে পথিমধ্যে অভিশাপের বাণী শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এ অভিশাপ? লোকজন উত্তর করলেন, এক রমনী তার ভারবাহী পশুকে অভিশাপ দিচ্ছে। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তোমরা এর পিঠ হতে তাকে তার মালপত্রসহ নামিয়ে ফেল, যেন সে চড়তেই না পারে। কারণ তার পশুটি তো অভিশপ্ত প্রাণী। লোকজন তাকে নামিয়ে ফেলল। ইমরান (অত্র হাদীসের রাবী) বলেন, আমি যেন এখনও উক্ত পশুটিকে দেখতে পাচ্ছি যে, তা একটি সাদা-কালো মিশ্রিত উটনী ছিল।

٣٢٦- بَابُ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

৩২৬. অনুচ্ছেদ ঃ পশুদের মধ্যে লড়াই লাগানো

٢٥٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ٠

২৫৫৪। মুহাম্মাদ ইব্ন আল-আলা..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পশুদের মধ্যে লড়াই লাগাতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٧- بَابُ فِىْ وَسْمِ الدَّوَابِ

৩২৭. অনুচ্ছেদ ঃ পশুর গায়ে দাগ দেয়া

٢٥٥٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِاَخٍ لِّىْ حِيْنَ وُلِدَ لِيُحَنِّكَهُ فَاِذَا هُوَ فِىْ مِرْبَدٍ يَّسِمُ غَنَمًا اَحْسِبُهُ قَالَ فِىْ اٰذَانِهَا ٠

২৫৫৫। হাফ্স ইব্ন উমার..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার একটি নবজাত ভাইকে নিয়ে 'তাহ্নীক' (মুখের ভেতর নবীজীর পবিত্র থুথু দিয়ে পবিত্রকরণ) করার জন্য নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলাম, তিনি ঐ সময় ছাগল বাঁধার ঘরে গিয়ে ছাগলের সম্ভবত কানে দাগ লাগাচ্ছেন।

٣٢٨- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ

৩২৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডলে দাগ লাগানো এবং আঘাত করা নিষেধ

٢٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِىْ وَجْهِهِ فَقَالَ اَبَلَغَكُمْ اَنِّىْ قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيْمَةَ فِىْ وَجْهِهَا اَوْ ضَرَبَهَا فِىْ وَجْهِهَا فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ ٠

২৫৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ -এর নিকট দিয়ে মুখমণ্ডলে পোড়া দাগ দেয়া একটি গাধা অতিক্রম করার সময় তিনি বলে উঠলেন, তোমাদের নিকট কি এ খবর পৌছায়নি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছি, যে পশুর মুখমণ্ডলে পোড়া লোহা দ্বারা দাগ লাগায় বা এর মুখের উপর আঘাত করে। এ বলে তিনি তা নিষেধ করলেন।

٣٢٩- بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْحُمُرِ تُنْزٰى عَلَى الْخَيْلِ

৩২৯. অনুচ্ছেদ ঃ গাধায়-ঘোড়ায় পাল লাগানো ঠিক নহে

٢٥٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ زَرِيْرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِىٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحُمَيْرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هٰذِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ٠

২৫৫৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি খচ্চর হাদীয়াস্বরূপ প্রদান করা হয়েছিল। তিনি এর উপর আরোহণ করেছিলেন। তখন আলী (রা) বললেন, আমরা যদি গাধার সাথে ঘোড়ার পাল দিতাম, তবে এরূপ খচ্চর পেতে পারতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যারা ভালো-মন্দের স্বাভাবিক জ্ঞান রাখে না, তারাই এরূপ করে থাকে।

٣٣٠- بَابٌ فِىْ رُكُوْبِ ثَلٰثَةٍ عَلٰى دَابَّةٍ

৩৩০. অনুচ্ছেদ ঃ এক পশুর ওপর তিনজন আরোহণ করা

٢٥٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوَرِّقٍ يَعْنِى الْعِجْلِىَّ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اِسْتُقْبِلَ بِنَا فَاَيَّنَا

اسْتَقْبَلَ اَوَّلاً جَعَلَهُ اَمَامَهُ فَاسْتَقْبَلَ بِىْ فَحَمَلَنِىْ اَمَامَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِحَسَنٍ اَوْ حُسَيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ وَاِنَّا لَكَذٰلِكَ ٠

২৫৫৮। আবূ সালিহ্ মাহবূব ইব্ন মূসা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন কোন সফর হতে ফেরার সময় মদীনার নিকটবর্তী হতেন, তখন আমাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাতেন। আমাদের মধ্যে যাকেই সর্বাগ্রে সম্মুখে পেতেন তাকে তাঁর সামনে সাওয়ারীতে উঠিয়ে নিতেন। একদিন আমাকে সর্বাগ্রে সম্মুখে পেয়ে তাঁর সামনে বসালেন। তারপর হাসান বা হুসাইনকে স্বাগতম জানিয়ে তাঁর পেছনে বসালেন। তারপর এরূপ এক পশুর ওপর তিনজন আরোহী অবস্থায় আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

٣٣١- بَابٌ فِى الْوُقُوْفِ عَلَى الدَّابَّةِ

৩৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সাওয়ারী পশুর ওপর অবস্থান করা

٢٥٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَاِنَّ اللّٰهَ اِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الاَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوْا حَاجَاتِكُمْ ٠

২৫৫৯। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন নাজদা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ভারবাহী পশুর পিঠে মিম্বার বানিয়ে বসে থাকা পরিত্যাগ করবে, অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে এর পিঠে বসে থাকবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিতরূপে তাদেরকে তোমাদের আনুগত্যে বাধ্য করে দিয়েছেন, এ জন্য যে, তোমরা জান হালাকী কষ্ট না করে যেখানে পৌছতে পারতে না, সেখানে তারা তোমাদেরকে পৌছে দেয়। আর তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে স্থিতিশীল করে দিয়েছেন। তোমরা এর উপর তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ কর।

٣٣٢- بَابٌ فِى الْجَنَائِبِ

৩৩২. অনুচ্ছেদ ঃ আরোহীবিহীন উট

٢٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ اِبِلٌ لِلشَّيْطِيْنِ وَبُيُوْتٌ لِلشَّيَاطِيْنِ فَاَمَّا اِبِلُ الشَّيَاطِيْنِ فَقَدْ رَاَيْتُهَا يَخْرُجُ اَحَدُكُمْ بِجَنِيْبَاتٍ مَّعَهُ قَدْ اَسْمَنَهَا فَلاَ يَعْلُوْ بَعِيْرًا مِّنْهَا وَيَمُرُّ بِاَخِيْهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلاَ يَحْمِلُهُ وَاَمَّا بُيُوْتُ الشَّيَاطِيْنِ فَلَمْ اَرَهَا كَانَ سَعِيْدٌ يَّقُوْلُ لاَ اَرَاهَا اِلاَّ هٰذِهِ الاَقْفَاصَ الَّتِىْ يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيْبَاجِ ٠

banglainternet.com

২৫৬০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিছু উট শয়তানের জন্য আর কিছু ঘর শয়তানের জন্য হয়ে থাকে। শয়তানের উট হ'ল ঐগুলো– তুমি বর্তমানে দেখতে পাবে যে, তোমাদের কেউ আরোহীবিহীন উটসমূহ নিয়ে চরাতে বের হয় আর লতাপাতা খাইয়ে একে মোটা তাজা করে তোলে, তবুও কোন উটের পিঠে নিজে আরোহণ করে না। আর তার অপর ভাই পদব্রজে উট চরাতে চরাতে দুর্বল হয়ে পড়লেও তাকে কোনো উটের পিঠে আরোহণ করতে দেয় না। আর শয়তানের ঘর, তা আমি দেখিনি। সাঈদ বলেন, শয়তানের ঘর হ'ল উটের পিঠের ঐ গদিসমূহ যা মোটা রেশমী কাপড় দিয়ে লোকেরা ঢেকে রাখে। আমি তা দেখিনি।

٣٣٣- بَابُ فِيْ سُرْعَةِ السَّيْرِ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ চলার গতি দ্রুতকরণ

٢٥٦١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَاعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوْا السَّيْرَ فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيْسَ فَتَنَكَّبُوْا عَنِ الطَّرِيْقِ ·

২৫৬১। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন সবুজ ঘাস বা বাগানের মধ্য দিয়ে সফর কর, তখন উটকে তার হক্ দান করো। আর যখন তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত মরুপ্রান্তে সফর করবে তখন ভ্রমণের গতি দ্রুততর করবে। তারপর রাত যাপনের ইচ্ছা করলে পথ হতে সরে পড়বে।

٢٥٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ حَقَّهَا وَلَا تَعْدُوْا الْمَنَازِلَ ·

২৫৬২। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) নবী করীম ﷺ হতে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় "উটকে তার হক প্রদান করো" কথাটির পরে "এবং বিশ্রামাগার অতিক্রম করো না" বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে।

٣٣٤- بَابُ فِي الدُّلْجَةِ

৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ

٢٥٦٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ نَا أَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ ·

২৫৬৩। আম্‌র ইব্‌ন আলী ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাতের বেলা ভ্রমণ কর। কারণ রাতে যমীন সংকুচিত হয়ে যায়।

٣٣٥- بَابُ رَبِّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

৩৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ভারবাহী পশুর মালিক উহার পিঠে সামনে বসার অধিক হক্‌দার

٢٥٦٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي جَاءَ الرَّجُلُ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي إِلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ لِي قَالَ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ .

২৫৬৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাবিত আল্ মারওয়াযী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা বুরায়দা (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পদব্রজে চলছিলেন, তখন একজন লোক একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এ গাধার পিঠে আরোহণ করুন। এটা বলার পর সে একটু পেছনে সরে নবীজীর জন্য সামনে বসার জায়গা করে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না আমি এরূপে চড়তে পারি না। তুমি গাধাটির মালিক হিসেবে এর সামনের দিকে বসার অধিকারী। আমাকে গাধাটির মালিক না বানালে আমি এর সামনের দিকে বসতে পারি না। লোকটি বললো, আপনাকে এটা দিয়ে দিলাম। তখন তিনি আরোহণ করলেন।

٣٣٦- بَابُ فِي الدَّابَّةِ تُعْرَقَبُ فِي الْحَرْبِ

৩৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে পশুর পা কেটে দেয়া

٢٥٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِي بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي وَهُوَ أَحَدُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ وَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

২৫৬৫। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী ..... আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তাঁর দুধ পিতা হতে বর্ণনা করেন, যিনি মুর্‌রা ইব্‌ন আওফ বংশীয় একজন লোক ছিলেন। তিনি সিরিয়ার মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি যে, জা'ফর উক্ত যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে নিজের ঘোড়া হতে নেমে গিয়ে এর পাগুলো গোড়ালীর উপরাংশে নিজ তরবারি দ্বারা কেটে দিয়ে (যাতে শত্রুপক্ষ একে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে) শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি (বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে) শক্তিশালী নয়।

٣٣٧- بَابُ فِى السَّبْقِ

৩৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিযোগিতা

٢٥٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ اَبِىْ نَافِعٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَسَبَقَ اِلاَّ فِىْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ اَوْ نَصْلٍ ·

২৫৬৬। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উটের দৌড়, ঘোড়ার দৌড় অথবা তীর পরিচালনার প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।

٢٥٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ قَدْ اُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ اَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلٰى بَنِىْ زُرَيْقٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا ·

২৫৬৭। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল্ কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতেন। মদীনার বাইরে হাফ্ইয়া নামক স্থান হতে সানিয়াতুল বিদা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পাঁচ মাইল দূরত্বের মধ্যে। আর সাধারণ প্রশিক্ষণহীন ঘোড়ার মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতেন সানিয়াতুল বিদা পাহাড় হতে বনী যুরায়ক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত ছয় মাইল দূরত্বের মধ্যে। আর আবদুল্লাহ্ উক্ত দৌড়ে সকলের অগ্রগামী হতেন।

٢٥٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُضْمِرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا ·

২৫৬৮। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠানের জন্য ঘোড়াসমূহকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিতেন। (প্রশিক্ষণের নিয়ম হল কিছুদিন ভালভাবে খাদ্য দানের মাধ্যমে মোটাতাজা হওয়ার পর আস্তে আস্তে খাদ্য কমিয়ে দুর্বল করার মাধ্যমে ঘোড়াকে সতেজ ও শক্ত করে তোলা)।

٢٥٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقَرَحَ فِى الْغَايَةِ ·

২৫৬৯। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিয়মিতভাবে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করতেন এবং সর্বশেষ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী ঘোড়াসমূহকে প্রতিযোগিতার জন্য অগ্রাধিকার দিতেন।

٣٣٨- بَابُ فِى السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

৩৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ পদব্রজে দৌড় প্রতিযোগিতা

٢٥٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ الْاَنْطَاكِىُّ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلٰى رِجْلِىْ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِىْ فَقَالَ هٰذِهٖ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ ٠

২৫৭০। আবূ সালিহ্ আল্ আনতাকী মাহবূব ইব্ন মূসা..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি এক সময়ে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় তাঁর আগে বেড়ে গেলাম (অর্থাৎ জিতে গেলাম), তারপর যখন আমি মোটা স্থূলকায় হয়ে গেলাম, তখন পুনরায় তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম। তখন তিনি আমার আগে বেড়ে (জিতে) গেলেন। তখন তিনি বললেন, এটা তোমার প্রথমবারে জেতার বদলা।

٣٣٩. بَابُ فِىْ الْمُحَلِّلِ

৩৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ দু'জনের বাজির মধ্যে তৃতীয় প্রবেশকারী

٢٥٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ح وَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ الْمَعْنٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِىْ وَهُوَ لَايُؤْمِنُ اَنْ يَّسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَّمَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ اَمِنَ مِنْ اَنْ يَّسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ ٠

২৫৭১। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় রত দু'টি ঘোড়ার মধ্যে যে ব্যক্তি তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করিয়ে দিবে অর্থাৎ সে তার ঘোড়া অগ্রগামী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নয় এমতাবস্থায় তা হারাম বাজিতে গণ্য হবে না। আর যে ব্যক্তি ভাল ঘোড়া নিয়ে নিশ্চিত জেতার লক্ষ্যে দুই প্রতিযোগী ঘোড়ার মধ্যে তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করিয়ে দিবে, তা হারাম বাজিতে গণ্য হবে।

٢٥٧٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِاِسْنَادِ عَبَّادٍ وَمَعْنَاهُ ٠

২৫৭২। মাহমূদ ইব্ন খালিদ ..... ইমাম যুহরী (র) হতে উপরোক্ত হাদীস একই সনদে ও অর্থে বর্ণনা করেছেন।

٣٤٠- بَابُ الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِى السِّبَاقِ

৩৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়াকে টানা বা তাড়া দেয়া

٢٥٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ نَا عَنْبَسَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ جَمِيْعًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ زَادَ يَحْيَى فِىْ حَدِيْثِهِ فِى الرِّهَانِ ·

২৫৭৩। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালফ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ টানা বা তাড়া দিতে নেই, পাশে ধাক্কা লাগাতে নেই। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেন, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়।

٢٥٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِى الرِّهَانِ·

২৫৭৪। ইব্ন মুসান্না..... কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘোড়াকে পেছন থেকে তাড়া দেয়া আর পার্শ্বে খোঁচা দেয়া দৌড় প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ।

٣٤١- بَابُ السَّيْفِ يُحَلَّى

৩৪১. অনুচ্ছেদ ঃ তরবারি অলংকৃত হয়

٢٥٧٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ نَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِضَّةً ·

২৫৭৫। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরবারির বাঁট রৌপ্য-খচিত ছিল।

٢٥٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِضَّةً قَالَ قَتَادَةُ وَمَا عَلِمْتُ اَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذٰلِكَ ·

২৫৭৬। মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ..... সাঈদ ইব্ন আবুল হাসান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরবারির বাঁট রৌপ্য নির্মিত ছিল। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদা বলেন, এ হাদীসের বর্ণনায় সাঈদ ইব্ন আবুল হাসানের কেউ সমর্থন করেছেন বলে আমার জানা নেই।

٢٥٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ اَبُوْ غَسَّانَ الْعَنْبَرِىُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ·

banglainternet.com

২৫৭৭। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٢- بَابُ فِى النَّبْلِ يَدْخُلُ فِى الْمَسْجِدِ

৩৪২. অনুচ্ছেদ ঃ তীরসহ মসজিদে প্রবেশ

٢٥٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍعَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِى الْمَسْجِدِ اَنْ لاَيَمُرَّ بِهَا اِلاَّ وَهُوَ اٰخِذٌ بِنَصُوْلِهَا ٠

২৫৭৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে মসজিদের মধ্যে তীর বিতরণ করছিল, সে যেন লোকজনের মধ্য দিয়ে চলার সময় তীরের অগ্রভাগ ধরে রাখে (যাতে কারো গায়ে না লাগে)।

٢٥٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِنَا اَوْ فِى سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيَمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا اَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ اَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ اَنْ تُصِيْبَ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٠

২৫৭৯। মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা.... আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ আমাদের মসজিদে অথবা বাজারে যায় এমতাবস্থায় যে, তার সঙ্গে ধারালো তীর থাকে, তবে যেন সে তার তীরের অগ্রভাগ সংযত রাখে অথবা ধরে রাখে। অথবা তিনি বলেছেন, তার হাতের তালু দিয়ে তার তীরের অগ্রভাগ ধরে রাখা উচিত, যাতে কোন মুসলমানের গায়ে না লাগে।

٣٤٣- بَابُ النَّهْىِ اَنْ يَّتَعَاطٰى السَّيْفَ مَسْلُوْلاً

৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ খোলা তরবারি লেনদেন নিষিদ্ধ

٢٥٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّتَعَاطٰى السَّيْفَ مَسْلُوْلاً ٠

২৫৮০। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ খোলা তরবারি দেয়া-নেয়া নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ খোলা তরবারি দেখতেই ভয়ের সঞ্চার হয়। কাউকেও প্রহারের ভয় দেখানো নিষিদ্ধ। সে জন্য উন্মুক্ত তরবারি দেয়া-নেয়াও নিষিদ্ধ)।

٢٥٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا قُرَيْشُ بْنُ اَنَسٍ نَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ ٠

২৫৮১। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'অঙ্গুলীর মধ্যবর্তী চামড়া কাটতে নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ সাধারণত চামড়ার খাপের মধ্যে তরবারি রাখা হয়। কেউ কেউ সহজে খাপ হতে তরবারি বের করার সুবিধার্থে দু'আঙুল প্রবেশ করানোর জন্য এর মধ্যবর্তী চামড়া কেটে বা ছিদ্র করে নেয়। এতে তরবারি উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে)।

٣٤٤- بَابٌ فِي لُبْسِ الدُّرُوْعِ

৩৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ লৌহবর্ম পরিধান করা

٢٥٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ قَالَ حَسِبْتُ اَنِّيْ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ خُصَيْفَةَ يَذْكُرُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ظَاهَرَ يَوْمَ اُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ اَوْلَبِسَ دِرْعَيْنِ ٠

২৫৮২। মুসাদ্দাদ ..... সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের যুদ্ধের দিন্ একটির ওপর আর একটি করে দু'টি লৌহবর্ম পরিধান করে সকলের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

٣٤٥- بَابٌ فِي الرَّايَاتِ وَالْاَلْوِيَةِ

৩৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ পতাকা ও নিশান

٢٥٨٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَنَا ابْنُ زَائِدَةَ اَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ رَجُلٌ مِّنْ ثَقِيْفٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ اِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَسْاَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَتْ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِّنْ نَمِرَةٍ ٠

২৫৮৩। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা আর রাযী ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসিমের খাদেম ইউনুস ইব্‌ন উবায়দ বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসিম একবার বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) -এর নিকট পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানার জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পতাকা কিরূপ ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাঁর পতাকা ছিল কালো চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মোটা পশমী কাপড়ের সাদা ডোরাদার, যা চিতাবাঘের চামড়ার মত ডোরাদার মনে হতো।

٢٥٨٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَرْوَزِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَّرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ لِوَاءُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ اَبْيَضَ ٠

২৫৮৪। ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল্ মারওয়াযী ..... জাবির (রা) নবী করীম ﷺ -এর ঝাণ্ডা সম্পর্কে বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর ঝাণ্ডা ছিল সাদা।

٢٥٨٥- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ عَنْ اٰخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَاَيْتُ رَايَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَفْرَاءَ ٠

২৫৮৫। উকবা ইব্‌ন মুকাররিম..... সিমাক (র) তাঁর বংশের একজন হতে এবং তিনি অপর একব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাতাকা হলুদ রং-এর দেখতে পেয়েছি।

٣٤٦- بَابٌ فِي الْاِنْتِصَارِ بِرَذْلِ الْخَيْلِ وَالضَّعَفَةِ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ অক্ষম ঘোড়া ও দুর্বল নারী-পুরুষদের সাহায্য দান

٢٥٨٦- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا الْوَلِيْدُ نَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْطَاةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَبْغُوْا لِي الضُّعَفَاءَ فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَيْدُ بْنُ اَرْطَاةَ اَخُوْ عَدِيِّ بْنِ اَرْطَاةَ ٠

২৫৮৬। মুয়াম্মিল ইব্ন ফায্ল আল্-হাররানী ..... আবূ দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা অক্ষম, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে তালাশ করে আমার নিকট উপস্থিত কর। (আমি তাদেরকে সাহায্য দিয়ে উপকৃত হই)। জেনে রেখো যে, নিঃসন্দেহে তোমাদের অক্ষম ও অচলদের বরকতেই তোমাদের প্রতি রিয্ক ও সাহায্য পৌছে থাকে বা তোমাদেরকে খাদ্য ও সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

٣٤٧- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُنَادِيْ بِالشِّعَارِ

৩৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সংকেত হিসেবে লোক বিশেষের নাম ব্যবহার

٢٥٨٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ عَبْدَ اللّٰهِ وَشِعَارُ الْاَنْصَارِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ٠

২৫৮৭। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরদের জন্য (যুদ্ধের সময়) সাংকেতিক শব্দ ছিল আবদুল্লাহ্ আর আনসারদের জন্য আবদুর রহমান। (অর্থাৎ এই নামে ডাক দিলে সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে পড়ত)।

٢٥٨٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ زَمَنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ شِعَارُنَا اَمِتْ اَمِتْ ٠

২৫৮৮। হান্নাদ ..... আয়াস ইব্ন সালামা তাঁর পিতা সালামা ইব্নুল আকওয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় আবূ বাক্রের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছি। তখন আমাদের যুদ্ধ-সংকেত ছিল (রাতের অন্ধকারে) "আমিত আমিত" শব্দ (অর্থাৎ হে সাহায্যদাতা, শত্রুর মৃত্যু ঘটাও)।

٢٥٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِيْ صُفْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنْ بُيِّتُّمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ ٠

২৫৮৯। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর..... আল্ মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফ্রা (র) বলেন, আমাকে এমন একজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা যখন (যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে) ঘরে অবস্থান করবে, তখন তোমাদের সংকেত হওয়া উচিত "হা-মীম, লা-ইয়ুনসরূন"। (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! শত্রুপক্ষ যেন জয়ী না হয় আর কারো সাহায্য না পায়)।

banglainternet.com

٣٤٨- بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

৩৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে বের হওয়ার সময় যে দু'আ পাঠ করবে

٢٥٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وِعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ اطْوِلَنَا الْاَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ·

২৫৯০। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ (অর্থ) হে আল্লাহ্! তুমিই সফরে আমার সংগী এবং আমার পরিবারের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ্! আমি (তোমার নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের নানাবিধ কষ্ট হতে, চিন্তা ও মানসিক যাতনা হতে আর পারিবারিক ও আর্থিক অনটন জনিত কুদৃশ্য হতে। হে আল্লাহ্! যমীনকে আমাদের জন্য প্রশস্ত করে দাও আর আমাদের সফর সহজ করে দাও।

٢٥٩١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّ عَلِيًّا الْاَزْدِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلٰى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا اَللّٰهُمَّ اطْوِلَنَا الْبُعْدَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ إِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَجُيُوْشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوْا فَوُضِعَتِ الصَّلٰوةُ عَلٰى ذٰلِكَ ·

২৫৯১। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... ইব্ন উমার (রা) আলী আল-আযদীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফরে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর উটের পিঠে বসতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিতেন। তারপর তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন, سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا الخ আর সফর হতে ফেরার সময়ও উপরোক্ত দু'আ পাঠ করতেন এবং এর সাথে এ কথাগুলো অতিরিক্ত পাঠ করতেন, اٰئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ তাঁর সেনাদল যখন সানায়া পর্বতের উপর উঠতেন তখন তাঁরা সকলে তাকবীর দিতেন। আর তা হতে মদীনার দিকে নামার সময় তাসবীহ্ পাঠ করতেন। ঐ তাকবীর ও তাসবীহ্ পড়ে নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য শোকরিয়া স্বরূপ নামায আদায় করতেন।

٣٤٩- بَابٌ فِى الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

৩৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়কালীন দু'আ

٢٥٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ قَالَ لِىَ ابْنُ عُمَرَ هَلُمَّ أُوَدِّعْكَ كَمَا وَدَّعَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ أَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ ٠

২৫৯২। মুসাদ্দাদ ..... কাযা'আ বলেন, আমাকে ইব্ন উমার (রা) বললেন ঃ চলো, তোমাকে সেভাবে বিদায় দান করি যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন। এরপর তিনি এ দু'আ পাঠ করলেন (অর্থ) তোমার দীন, তোমার আমানত এবং তোমার শেষ সময়ের 'আমল আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করলাম (তিনি এর হিফাযত করবেন)।

٢٥٩٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا يَحْيَى بْنُ إِسْحٰقَ السَّيْلَحِيْنِىُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ جَعْفَرٍ الْخَطْمِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَطْمِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ اسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ ٠

২৫৯৩। আল্ হাসান ইব্ন আলী..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-খুতামী বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সৈন্য বাহিনীকে বিদায় দিতে চাইতেন, তখন বলতেন ঃ استودع دينكم وأمانتكم وخواتيم اعمالكم

٣٥٠- بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

৩৫০. অনুচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীতে আরোহণকালে যে দু'আ পাঠ করবে

٢٥٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ نَا أَبُوْ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيْلَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ تَعَالٰى يُعْجِبُ مِنْ عَبْدِهٖ إِذَا قَالَ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِىْ ٠

banglainternet.com

২৫৯৪। মুসাদ্দাদ ..... আলী ইব্ন রাবী'আ বলেন, আলী (রা)-এর নিকট একটি সাওয়ারী পশু আরোহণের জন্য উপস্থিত করা হলে তিনি এর রেকাবে পা রাখতেই বললেন, "বিস্‌মিল্লাহ্"। তারপর এর পিঠে সোজা হয়ে বসে বললেন, "আল-হামদু লিল্লাহ্"। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا الْاٰيَةَ (অর্থ) আমি ঐ মহান পবিত্র সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি এটিকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা তাকে বশীভূত করার ছিলাম না, আর আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দিকে আবশ্যই প্রত্যাবর্তনকারী। এরপর তিনি তিনবার "আল-হামদু লিল্লাহ্' তারপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বললেন। তারপর তিনি বললেন ..... سُبْحَانَكَ। এরপর তিনি হেসে ওঠলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হে আমীরুল মু'মিনীন! কিসে আপনার হাসি পেল? তিনি উত্তর করলেন, আমি যেরূপ করলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি। তারপর তিনি হেসেছিলেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কী কারণে আপনার হাসি পেল? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি বিস্ময়াবিভূত হন, যখন সে বলে, হে প্রভু! আমাকে আমার পাপরাশির জন্য ক্ষমা করে দাও আর বিশ্বাস রাখে মনে মনে যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ তার পাপরাশি ক্ষমা করার নেই।

٣٥١- بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ বিশ্রামের স্থানে অবতরণ করলে কী দু'আ পাঠ করবে

٢٥٩٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ صَفْوَانُ حَدَّثَنِىْ شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِكِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

২৫৯৫। আম্‌র ইব্ন উসমান ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে যেতেন, আর রাত আগমন করলে রাত যাপনের জন্য কোন স্থানে অবতরণ করতেন, তখন যমীনকে লক্ষ্য করে বলতেন ঃ (অর্থ) "হে যমীন! আমার ও তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্। আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার ক্ষতি হতে, তোমার মধ্যে যা কিছু আছে তার ক্ষতি হতে, আর তোমার অভ্যন্তরে সৃষ্ট প্রাণীদের ক্ষতি হতে এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার মধ্যে বসবাসকারী হিংস্র সিংহ-ব্যাঘ্র, কালকেউটে সাপ এবং অন্যান্য সাপ-বিচ্ছু হতে, আর তোমার শহরে বসবাসকারী মানব-দানব আর তাদের বংশধরদের ক্ষতি হতে।

٣٥٢- بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ করা মাকরূহ

٢٥٩٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُرْسِلُوْا فَوَاشِيَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَعِيْثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ.

banglainternet.com

২৫৯৬। আহ্মাদ ইব্ন আবূ শু'আইব আল্ হার্‌রানী ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে তোমাদের পশুদেরকে চারণভূমিতে ছেড়ে দিও না, যে পর্যন্ত রাতের প্রাথমিক অন্ধকার দূরীভূত না হয়। কারণ শয়তানের দল সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে রাতের প্রাথমিক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত অনিষ্ট করার কাজে লিপ্ত থাকে।

٣٥٣- بَابٌ فِيْ أَيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ দিবসে সফর করা উত্তম

٢٥٩٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَلَّ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ فِيْ سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيْسِ.

২৫৯৭। সাঈদ ইব্ন মানসূর..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য কোনো দিন সফরে কমই বের হতেন। অর্থাৎ অধিকাংশ সময়েই তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হতেন।

٣٥٤- بَابٌ فِي الْإِبْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ ভোরবেলায় সফরে বের হওয়া

٢٥٩٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا هُشَيْمٌ نَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ نَا عُمَارَةُ بْنُ حَدِيْدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهُ.

২৫৯৮। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... সাখ্র আল্-গামিদী (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি এ বলে দু'আ করেছেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতের মধ্যে যারা ভোরবেলায় সফরে বের হয় তাদেরকে বরকত দান করো।" আর যখন তিনি কোন সেনাদল বা সাঁজোয়া বাহিনী পাঠাতেন, তখন ভোর বেলাতেই পাঠাতেন। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী সাখ্র (রা) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর পণ্য সামগ্রী দিনের প্রথমাংশে (ভোরে) পাঠাতেন আর বেশ লাভবান হতেন। এরূপে তিনি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

٣٥٥- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

৩৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ একাকী ভ্রমণ করা

٢٥٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلٰثَةُ رَكْبٌ.

২৫৯৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল্-কা'নাবী ..... 'আমর ইব্ন শু'আইব তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একাকী একজন আরোহী এক শয়তান, দু'জন দু' শয়তান আর তিনজনে জামা'আত।

٣٥٦ - بَابٌ فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُوْنَ يُؤَمِّرُوْنَ أَحَدَهُمْ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ দলেবলে সফরকারীদের মধ্যে একজনকে আমীর (নেতা) মনোনীত করা

٢٦٠٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي السَّفَرِ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ .

২৬০০। আলী ইব্‌ন বাহ্‌র ইব্‌ন বার্‌রী..... আবূ সাঈদ আল্ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তিন ব্যক্তি কোথাও সফরে বের হয়, তখন তারা তাদের একজনকে যেন আমীর (নেতা) মনোনীত করে নেয়।

٢٦٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لِأَبِيْ سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيْرُنَا .

২৬০১। আলী ইব্‌ন বাহ্‌র ...... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন সফরে তিনজন লোক থাকে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমীর মনোনীত করে নেয়। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী নাফি' (র) বলেন, এ হাদীসের মর্মানুযায়ী আমরা আমাদের শায়খ আবূ সালামাকে বললাম, আপনি আমাদের আমীর।

٣٥٧- بَابٌ فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلٰى أَرْضِ الْعَدُوِّ

৩৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর দেশে সফর করা

٢٦٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ إِلٰى أَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ مَالِكٌ أُرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ .

২৬০২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা আল্ কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরআন নিয়ে শত্রুর যমীনে (দেশে) সফর করতে নিষেধ করেছেন। রাবী মালিক বলেন, আমার ধারণা যে, শত্রুর হাতে পড়ে কুরআনের অবমাননার ভয়ে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

٣٥٨- بَابٌ فِيْمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوْشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

৩৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ সাঁজোয়া বাহিনী, ছোট সেনাদল ও সফরসঙ্গীদের সংখ্যা কত হওয়া উত্তম

٢٦٠٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُوْ خَيْثَمَةَ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ نَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ اٰلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ .

banglainternet.com

২৬০৩। যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব আবূ খায়সামা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ সফরসঙ্গীর উত্তম সংখ্যা হলো ন্যূনপক্ষে চারজন, আর ক্ষুদ্র সেনাদলের উত্তম সংখ্যা চারশ' এবং সাঁজোয়া বাহিনীর উত্তম সংখ্যা চার হাজার। আর ১২ হাজারের সৈন্যদল কখনও সংখ্যাল্পতার জন্য পরাজিত হবে না (অন্য কোন কারণ ছাড়া)।

٣٥٩- بَابٌ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

٢٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَنَ الْاَنْبَارِيُّ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَعَثَ اَمِيرًا عَلَى السَّرِيَّةِ اَوْ جَيْشٍ اَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللّٰهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ اِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ اِلَى اِحْدَى ثَلٰثِ خِصَالٍ اَوْ خِلَالٍ فَاَيَّتُهَا اَجَابُوكَ اِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَاِنْ اَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ اُدْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَاَعْلِمْهُمْ اَنَّهُمْ اِنْ فَعَلُوا ذٰلِكَ اَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَاَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَاِنْ اَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللّٰهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ اِلَّا اَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَادْعُهُمْ اِلَى اِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ فَاِنْ اَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَاِنْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَقَاتِلْهُمْ وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوكَ اَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللّٰهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللّٰهُ فِيهِمْ وَلٰكِنْ اَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عَلْقَمَةُ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَبَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ.

২৬০৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান আল্ আনবারী ..... বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন ক্ষুদ্র সেনাদল অথবা বিরাট সাজোয়া বাহিনীর উপর কাউকে আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন আমীরকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিতেন, যেন সে নিজে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে আর তাঁর সঙ্গী মুসলিম সৈন্যদের প্রতি নেক নযর রাখে। রাসূল করীম (সা) আরও বলতেন ঃ যখন তুমি তোমার মুশরিক শত্রুদের সাক্ষাত পাও তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য আহবান জানাবে। আর যে কোন একটি গ্রহণ করলে তুমি তাতে সায় দিবে এবং তাদের উপর আক্রমণ চালানো হতে বিরত থাকবে। ১. তাদেরকে ইসলামের আহবান জানাবে। যদি এতে সাড়া দেয়, তুমি মেনে নিবে আর তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হতে বিরত থাকবে।

তারপর তাদেরকে নিজ দেশ ছেড়ে মুহাজিরদের দেশে অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করার আহবান জানাবে আর তাদেরকে অবহিত করে দিবে যে, হিজরত করার পর মুহাজিরগণ যে সকল সুবিধা ভোগ করেন, তারাও সে সকল সুবিধা ভোগ করবে। আর জিহাদের যে সকল দায় দায়িত্ব মুহাজিরদের ওপর বর্তায়, তাদের ওপরও তা সমভাবে বর্তাবে। তারা যদি এ প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানায় (রাযী না হয় বা প্রত্যাখ্যান করে) আর নিজ দেশেই অবস্থান করতে চায় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে যেরূপে মু'মিনগণ মেনে থাকেন। তাদেরকে আরবের সাধারণ মুসলমানদের মতো জীবনযাপন করতে হবে। তারা যেমনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ লাভ করে না, এরাও তেমনি এর কোন ভাগ পাবে না, যে পর্যন্ত মুজাহিদগণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে। ২. যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের নিরাপত্তার জন্য জিয্‌ইয়া প্রদানের প্রস্তাব দিবে। এতে রাযী হলে তুমি মেনে নিবে এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। ৩. যদি তারা জিয্‌ইয়া দিতে অস্বীকার করে তবে তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। আক্রমণকালে যখন কোন শত্রুর দুর্গ অবরোধ করবে আর তারা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে দুর্গ হতে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করবে, তখন তুমি আল্লাহ্ অথবা রাসূলের নির্দেশের আশায় তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিবে না বরং তোমার নিজ সিদ্ধান্ত তাদেরকে মেনে নিতে বাধ্য করবে এবং নিজেই সুবিধামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশ কী হবে তোমার তা জানা নেই, সুতরাং সে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি গ্রহণ করতে নেই। তাদের ব্যাপারে পরে তোমার ইচ্ছানুযায়ী ফায়সালা গ্রহণ করবে। অত্র হাদীসের রাবী সুফইয়ান বলেন, তাঁর শায়খ আলকামা বলেছেন, তিনি এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিছ মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অপর সনদে নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন কর্তৃক নবী করীম ﷺ হতে সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা (রা)-এর উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٦٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ الْاَنْطَاكِيُّ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اُغْزُوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَاتَغُلُّوْا وَلَاتَمْثُلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا ٠

২৬০৫। আবূ সালিহ্ আল্ আনতাকী মাহবূব ইব্‌ন মূসা ..... সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও এবং ঐ সকল কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং জিয্‌ইয়া দানেও অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে। তোমরা যুদ্ধ করে যাও, কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করো না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাত করো না, নিহত শত্রুর নাক, কান ইত্যাদি কেটে বিকৃত করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না।

٢٦٠٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْقَرِّ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْطَلِقُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَاتَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَّلَاطِفْلًا وَّلَا صَغِيْرًا وَّلَا امْرَاَةً وَّلَا تَغُلُّوْا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَاَصْلِحُوْا وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ٠

banglainternet.com

২৬০৬। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে রওয়ানা দেয়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে তাঁর সত্তার সাহায্য কামনা করে রাসূলুল্লাহ্র মিল্লাতে অটল আস্থা রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। অসহায় অকর্মা বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, নিরপরাধ নাবালক শিশু-কিশোর এবং অবলা নারীদেরকে হত্যা করবে না এবং গণীমতের মাল আত্মসাত করবে না। যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল একস্থানে জড় করে নিও এবং পরস্পরের সমঝোতার ভিত্তিতে ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সদ্ব্যবহারকারীদের পছন্দ করেন।

٣٦٠- بَابٌ فِى الْحَرَقِ فِىْ بِلَادِ الْعَدُوِّ

৩৬০. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর অঞ্চলে অগ্নি সংযোগ

٢٦٠٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّقَ نَخِيْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ ·

২৬০৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (নির্দেশ দিয়ে ইয়াহুদী গোত্র) বনী নযীর-এর খেজুরের বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের পানির কূপ ধ্বংস ও বৃক্ষলতাদি ফসলসহ কর্তন করেছিলেন। তখন মহান আল্লাহ্ مَاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ الْاٰيَةَ আয়াতটি নাযিল করেন।

٢٦٠٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ فَحَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ اِلَيْهِ فَقَالَ اغْزُ عَلٰى اُبْنٰى صَبَاحًا وَّحَرِّقْ ·

২৬০৮। হান্নাদ ইব্ন সারী ..... উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন জেরুযালেমে অবস্থিত উব্না নামক স্থানে আক্রমণ করার জন্য আর বলেছিলেন, আগামীকাল প্রত্যুষে উব্না -এর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তথায় অগ্নি সংযোগ কর।

٢٦٠٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّىُّ سَمِعْتُ اَبَامُسْهِرٍ قِيْلَ لَهُ اُبْنٰى قَالَ نَحْنُ اَعْلَمُ هِىَ يَبْنَا فَلَسْطِيْنَ ·

২৬০৯। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আমর আল গাযযী হতে বর্ণিত যে, তিনি শুনেছেন আবূ মুসহারকে উব্না সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন ঃ আমরা জানি যে, সে উব্না ফিলিস্তিনে অর্থাৎ সিরিয়ায়।

٣٦١ - بَابٌ فِىْ بَعْثِ الْعُيُوْنِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ গুপ্তচর প্রেরণ

٢٦١٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نَا سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَعَثَ يَعْنِى النَّبِىُّ ﷺ بَسِيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَاصَنَعَتْ عِيْرُ اَبِىْ سُفْيَانَ ·

banglainternet.com

২৬১০। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবী বুসীসা (রা)-কে গুপ্তচর হিসেবে আবূ সুফ্‌ইয়ান-এর (সিরিয়া হতে আগমনকারী) কাফেলার অবস্থা ও গতিবিধি অবলোকন করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

٣٦٢- بَابُ فِي ابْنِ السَّبِيْلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ

৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যে পথিক ক্ষুধায় কাতর হয়ে খেজুর খায় আর পিপাসায় কাতর হয়ে দুধ পান করে মালিকের অনুমতি ব্যতীত

٢٦١١- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ الرَّقَّامُ نَا عَبْدُ الْأَعْلٰى نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَتٰى أَحَدُكُمْ عَلٰى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ.

২৬১১। আইয়্যাশ ইব্‌ন ওয়ালীদ আল্ রাক্‌কাম ..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পথিমধ্যে পিপাসায় কাতর অবস্থায় দুধাল প্রাণী প্রাপ্ত হয়, তবে এর মালিক তথায় উপস্থিত থাকলে তার নিকট হতে এর দুধ দোহনের অনুমতি চাইবে। সে যদি অনুমতি দেয় তবে এর দুধ দোহন করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। আর যদি মালিককে দেখতে পাওয়া না যায়, তবে তিনবার তাকে চিৎকার করে ডাকবে। যদি মালিকের সাড়া পাওয়া যায়, তবে তার অনুমতি চাইবে। অন্যথায় দুধ দোহন করে তার তৃষ্ণা নিবারণ করা উচিত। প্রাণ রক্ষার অতি প্রয়োজনীয় পরিমাণ পান করা ছাড়া অতিরিক্ত কোন দুগ্ধ সঙ্গে বহন করে নিবে না।

٢٦١٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ نَا أَبِيْ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ قَالَ أَصَابَنِيْ سَنَةٌ فَنَخَلْتُ حَائِطًا مِّنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلًا فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِيْ ثَوْبِيْ فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِيْ وَأَخَذَ ثَوْبِيْ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا عَلَّمْتَ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَّلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ قَالَ سَاغِبًا وَأَمَرَ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِيْ وَأَعْطَانِيْ وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِّنْ طَعَامٍ.

২৬১২। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল্ আনবারী..... আব্বাদ ইব্‌ন শুরাহ্‌বীল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খুব ক্ষুধা পাওয়ায় আমি মদীনার বাগানসমূহের মধ্যে কোন এক বাগানে ঢুকে পড়লাম। বাগান হতে কিছু ফল পেড়ে খেলাম আর কিছু আমার গায়ের চাদরে বেঁধে নিলাম। এমন সময় বাগানের মালিক এসে আমাকে মারধোর করল এবং আমার চাদরখানা নিয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি বাগানের মালিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, ছেলেটি যখন মূর্খ ছিল তুমি তাকে জ্ঞান দান করনি, যখন সে ক্ষুধার্ত ছিল তখন তুমি তাকে খাদ্য দান করনি। এই বলে তিনি তাকে আমার কাপড়খানা ফেরত দিতে নির্দেশ দিলেন এবং আমাকে এক ওসাক বা অর্দ্ধ ওসাক (৬০ সা'পরিমাণ বা তার অর্ধেক) খাদ্য দান করার নির্দেশ দেয়ায় আমাকে আমার কাপড় (চাদর) ফেরত দিল এবং উক্ত পরিমাণ খাদ্যও প্রদান করল।

٢٦١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيْلٍ رَجُلاً مِّنَّا مِنْ بَنِىْ غُبَرٍ بِمَعْنَاهُ ٠

২৬১৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার..... আবূ বিশ্‌র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্‌বাদ ইব্‌ন শুরাহবীল হতে উক্ত মর্মে উপরোক্ত হাদীসটি শুনেছি। তিনি আমাদের বনী গুবার গোত্রের একজন লোক ছিলেন।

٢٦١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ اِبْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ وَهٰذَا لَفْظُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى الْحَكَمِ الْغِفَارِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِىْ جَدَّتِىْ عَنْ عَمِّ اَبِىْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىِّ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا اَرْمِىْ نَخْلَ الْاَنْصَارِ فَاُتِىَ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا غُلاَمُ لِمَ تَرْمِى النَّخْلَ قَالَ اٰكُلُ قَالَ فَلاَتَرْمِى النَّخْلَ وَكُلْ مَا يَسْقُطُ فِىْ اَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اَشْبِعْ بَطْنَهُ ٠

২৬১৪। উসমান ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা..... ইব্‌ন আবুল হাকাম আল্‌-গিফারী বলেন, আমাকে আমার দাদী আবূ রাফি' ইব্‌ন আম্‌র আল-গিফারীর চাচা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি যখন ছোট বালক ছিলাম তখন আনসারদের খেজুর গাছে তীর ছুঁড়ে মারতাম। সে কারণে আমাকে একবার নবী করীম ﷺ -এর নিকট হাযির করা হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,হে বালক! তুমি খেজুর গাছে তীর মারো কেন? সে বলল, আমার খাওয়ার জন্য। নবীজী বলেন, আর কখনও খেজুর গাছে তীর মেরো না। গাছের নিচে যে খেজুর ঝরে পড়ে তুমি তা খাও। এ বলে নবীজী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন, হে আল্লাহ্‌ তার পেট পরিতৃপ্ত কর।

٣٦٣- بَابٌ فِىْ مَنْ قَالَ لاَيَحْلُبُ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেছেন, দুধ দোহন করা যাবে না

٢٦١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَّاشِيَةَ اَحَدٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتٰى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقِلَ طَعَامُهُ فَاِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ وَاَطْعِمَتِهِمْ فَلاَيَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَّاشِيَةَ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِهِ ٠

২৬১৫। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসলামা..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন অপর কোন ব্যক্তির দুধাল পশুর (গাভী, ছাগী বা উটনীর) দুধ তার বিনা অনুমতিতে কখনও দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার গুদাম ঘরে (মাল-গুদামে) দরজা ভেঙ্গে চোর ঢুকুক আর তার রক্ষিত খাদ্যসামগ্রী লুণ্ঠন করুক? তাদের পশুদের স্তনে তাদের খাদ্য তথা পানীয় সঞ্চিত থাকে। অতএব, কারো ও পশুর দুধ কেউ যেন মালিকের অনুমতি ছাড়া কখনও দোহন না করে।

banglainternet.com

٣٦٤- بَابٌ فِى الطَّاعَةِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ আনুগত্যের বিষয়ে

٢٦١٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ ابْنِ عَدِىٍّ بَعَثَهُ النَّبِىُّ ﷺ فِى سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيْهِ يَعْلٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

২৬১৬। যুহায়র ইব্ন হার্‌ব ইব্ন জুরায়জ (রা) (কুরআন মজীদের আয়াত) يايها الذين امنوا اطيعوا الله الاية (অর্থ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত থাকো, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি অনুগত থাকো আর তোমাদের ক্ষমতাবান নেতাদের প্রতি"– পাঠ করার পর বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স ইব্ন আদী (রা)-কে নবী করীম ﷺ একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠালেন। আমাকে এ খবরটি ইয়া'লা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হতে আর তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হতে প্রদান করেছেন।

٢٦١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوْا لَهُ وَيُطِيْعُوْا فَأَجَّجَ نَارًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوْا فِيْهَا فَأَبٰى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوْهَا وَقَالُوْا إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ وَأَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوْهَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْا فِيْهَا لَمْ يَزَالُوْا فِيْهَا وَقَالَ لَاطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ .

২৬১৭। আম্‌র ইব্ন মারযূক ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার এক যুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠালেন আর এক ব্যক্তিকে এর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং তাদের সকলকে সেনাপতির কথা শোনার আর তার অনুগত থাকার নির্দেশ দিলেন। সে সেনাপতি (আমীর) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তাতে ঝাঁপ দেয়ার জন্য সেনাদলকে নির্দেশ দিল। তখন অনেকেই এ বলে তাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করল যে, আমরা তো (কুফরীর) অগ্নি হতে (ঈমানের দ্বারা) নিস্তার লাভ করেছি (এখন আবার তাতে আত্মহত্যা করে জাহান্নামে যাব কেন?)। আবার কিছু সংখ্যক সৈন্য ঐ অগ্নিতে নেতার নির্দেশ পালনার্থে প্রবেশ করতে মনস্থ করল। এরপর খবরটি নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌঁছল। তিনি বললেন, যদি তারা ঐ অগ্নিতে প্রবেশ করতো তবে তারা আত্মহত্যা করার অপরাধে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যেত। তারপর বললেন, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় (নেতার) আনুগত্য নেই, আনুগত্য হ'ল শুধু সৎকাজে। (এতে বোঝা গেল যে, কোন অসৎকাজে নেতার নির্দেশ পালন করা যাবে না। বরং এর প্রতিবাদ করাই মু'মিনের কাজ)।

banglainternet.com

٢٦١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَاسَمْعَ وَلَاطَاعَةَ ٠

২৬১৮। মুসাদ্দাদ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর নেতার নির্দেশ শ্রবণ করা ও মেনে চলা অত্যাবশ্যক, চাই তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যে পর্যন্ত নেতা কোন পাপ কাজের নির্দেশ দান না করে। আর নেতা যখন কোন পাপ কাজ (অবৈধ কাজ) করার নির্দেশ দিবে তখন তার নির্দেশ শ্রবণ ও পালন করা যাবে না।

٢٦١٩- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ نَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ مِّنْ رَّهْطِهٖ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلاً مِّنْهُمْ سَيْفًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لَوْ رَاَيْتَ مَالاَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَعَجَزْتُمْ اِذَا بَعَثْتُ رَجُلاً مِّنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لِاَمْرِىْ اَنْ تَجْعَلُوْا مَكَانَهٗ مَنْ يَّمْضِىْ لِاَمْرِىْ ٠

২৬১৯। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন ..... উক্বা ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল যুদ্ধে পাঠালেন। আমি তাদের একজনকে একটি তরবারি দিয়ে সজ্জিত করলাম। যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তনের পর সে লোকটি আমাকে বলল, তুমি যদি দেখতে পেতে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ওপর কী ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন, তাহলে তুমি অতি আশ্চর্যান্বিত হতে। তিনি বলেছেন, তোমরা কি অপারগ ছিলে যখন তোমরা দেখতে পেলে যে, তোমাদের মধ্য হতে আমি যে লোকটিকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছি সে আমার নির্দেশমত চলছে না, তখন তোমরা আমার নির্দেশ পালন করার মত অপর কাউকে তার স্থলে সেনাপতি নির্বাচন করতে পারলে না? তোমরা কি এতই অক্ষম ছিলে?

٣٦٥- بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِنْ اِنْضِمَامِ الْعَسْكَرِ

৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ সৈন্যদের একস্থানে জড় হয়ে থাকার ব্যাপারে নির্দেশ

٢٦٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ وَيَزِيْدُ بْنُ قُبَيْسٍ مِنْ اَهْلِ جَبَلَةَ سَاحِلِ حِمْصَ وَهٰذَا لَفْظُ يَزِيْدَ قَالاَ نَا الْوَلِيْدُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلاَءِ اَنَّهٗ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ اَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىُّ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلاً قَالَ عَمْرٌو كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلاً تَفَرَّقُوْا فِى الشِّعَابِ وَالاَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِىْ هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالاَوْدِيَةِ اِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلاً اِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ حَتّٰى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ ٠

২৬২০। 'আমর ইব্ন উসমান আল্-হিম্সী ..... আবূ সা'লাবা আল্-খুশানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সৈন্যদল বা লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে সফরে কোথায়ও রাতযাপন বা বিশ্রামের জন্য সাওয়ারী

হতে অবতরণ করতেন, তখন তাঁর সঙ্গী লোকজন পাহাড়ের বিভিন্ন উপত্যকায় ও জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তেন। সে কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, তোমাদের এ সকল পাহাড়ী উপত্যকায় বা জঙ্গলে বিভক্ত হয়ে পড়া শয়তানের কাজ। এরপর হতে সর্বদা যখনই কোন স্থানে অবস্থান করতেন, তখনই সৈন্যদের সকলে পরস্পরে একত্রে অবস্থান করতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত বলা হত যে, যদি একখানা কাপড় তাদের ওপর বিছিয়ে দেয়া হয়, তবে তাদের সকলের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

٢٦٢١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَسِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يُّنَادِيْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ ·

২৬২১। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... সাহ্ল ইব্ন মু'আয তাঁর পিতা মু'আয ইব্ন আনাস আল্-জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে স্থান সংকীর্ণ ও রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। নবী করীম ﷺ একজন ঘোষণাকারীকে লোকজনের (সৈন্যদলের) মধ্যে ঘোষণা করতে পাঠালেন ঃ যে ব্যক্তি স্থান সংকীর্ণ করে অথবা রাস্তা বন্ধ করে বসবে তার জিহাদ হবে না।

٢٦٢٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَسِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ ·

২৬২২। আম্র ইব্ন উসমান..... সাহ্ল ইব্ন মু'আয তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে গমন করেছি। তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦٦- بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّيْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাতের কামনা করা অপসন্দনীয়

٢٦٢٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى نَا أَبُوْ إِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ أَوْفٰى حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُوْرِيَةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ مُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ·

banglainternet.com

২৬২৩। আবূ সালিহ্ মাহবূব ইব্ন মূসা..... উমার ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) যখন হারুরিয়্যার যুদ্ধে যাত্রা করেন তখন তাঁর নিকট এ মর্মে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে শত্রুসেনার সাথে মুকাবিলা হয়েছিল– বলেছিলেন, হে লোকসকল! শত্রুর সাথে সাক্ষাতের বাসনা পোষণ করো না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো। যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হও তখন ধৈর্যধারণ কর। জেনে রেখ তরবারিসমূহের ছায়ার নিচে জান্নাত। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্ (আসমানী কিতাব) আল-কুরআন অবতরণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, শত্রুদলসমূহের পরাভূতকারী! শত্রুদের পরাভূত করে আমাদেরকে তাদের উপর জয়ী কর।

٣٦٧- بَابُ مَا يُدْعٰى عِنْدَ اللِّقَاءِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর মোকাবিলার সময় কী দু'আ পঠিত হবে

٢٦٢٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبِي نَا الْمُثَنّٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ اللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيْرِي بِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ ٠

২৬২৪। নাস্র ইব্ন আলী..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই যুদ্ধ আরম্ভ করতেন তখনই এ দু'আ করতেন, اللهم انت ... الخ (অর্থ) "হে আল্লাহ্! তুমিই আমার শক্তি ও সাহায্যদাতা। তোমার শক্তিতেই আমি আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল অবলম্বন করি আর তোমার সাহায্যেই বিজয়ী হই এবং তোমার শক্তিতেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে থাকি।"

٣٦٨- بَابُ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

٢٦٢٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلٰى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقٰى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبٰى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ فِي ذٰلِكَ الْجَيْشِ ٠

২৬২৫। সাঈদ ইব্ন মানসূর ..... ইব্ন আওন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর খাদেম নাফি'-এর নিকট পত্র লিখে জানতে চাইলাম যে, মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সময় ইসলামের দাওয়াত দেয়াটা কিরূপ? তিনি উত্তরে আমাকে চিঠি লিখে জানালেন, তা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যাপার ছিল। নবী করীম ﷺ মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের এরূপ আক্রমণ সম্পর্কে কিছুই জানত না, আর তাদের পশুগুলো তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানির কূপের নিকট অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে তাদের যুদ্ধবাজদেরকে হত্যা করে তাদের পুত্র-কন্যাদেরকে বন্দী করে এনেছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন জুওয়াইরিয়্যা বিন্তে হারিস (রা)-কে সে সময় বন্দী করে আনা হয়েছিল। আমাকে স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) এ কথা বর্ণনা করেছেন, যিনি উক্ত সৈন্যবাহিনীতে শরীক ছিলেন।

banglainternet.com

٢٦٢٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَكَانَ يَتَسَمَّعُ فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ ·

২৬২৬। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ফজরের নামাযের সময় অতর্কিত আক্রমণের জন্য ফজরের আযান শোনার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আযান শোনা গেলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন। অন্যথায় (আযান শোনা না গেলে) শত্রুর প্রতি অতর্কিত আক্রমণে বেরিয়ে পড়তেন।

٢٦٢٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا ·

২৬২৭। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর..... ইব্‌ন ইসাম আল্-মুযানী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খণ্ডযুদ্ধে পাঠাতেন, আর বলতেন, তোমরা কোন মসজিদ দেখতে পেলে অথবা কোন মুআয্যিনকে আযান দিতে শুনলে সেখানে অতর্কিত আক্রমণ চালাবে না এবং কাউকেও হত্যা করবে না।

٣٦٩- بَابُ الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা

٢٦٢٨- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَأَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ ·

২৬২৮। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যুদ্ধ একটি ধোঁকা বা কৌশল মাত্র।

٢٦٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا أَبُو ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرّٰى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ ·

২৬২৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ ..... কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) হতে তাঁর পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ কোনো দিকে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তা অপরের নিকট গোপন রাখতেন আর বলতেন, যুদ্ধ একটি কৌশল মাত্র।

banglainternet.com

٣٧٠- بَابٌ فِى الْبَيَاتِ

৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ গোপনে নৈশ আক্রমণ

٢٦٣٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَمَّرَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَابَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمِتْ أَمِتْ قَالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٠

২৬৩০। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... সালামা ইব্নুল আকওয়া (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের উপর আবূ বাক্র (রা)-কে আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে এক যুদ্ধে পাঠালেন। আমরা (ফুযারা গোত্রের) কিছু মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম। রাতের বেলা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদেরকে হত্যা করেছিলাম। সে রাতে আমাদের আক্রমণের সংকেত ছিল "আমিত, আমিত"। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেছেন, আমি নিজ হাতে সে রাতে সাতজন প্রসিদ্ধ মুশরিক নেতাকে হত্যা করেছিলাম।

٣٧١- بَابٌ فِىْ لُزُوْمِ السَّاقَةِ

৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ সৈন্যবাহিনী বা কাফেলার পেছনে অবস্থান গ্রহণ

٢٦٣١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِى الْمَسِيْرِ فَيُزْجِى الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْ لَهُمْ ٠

২৬৩১। আল হাসান ইব্ন শাওকার ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে লোকজনের পেছনে অবস্থান করতেন ও অসামর্থ লোকদের তাঁর পেছনে নিজ সাওয়ারীতে তুলে নিতেন এবং সকল সঙ্গী মুসলমানের কল্যাণের জন্য দু'আ করতেন।

٣٧٢- بَابٌ عَلٰى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُوْنَ

৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে হবে

٢٦٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَإِذَا قَالُوْهَا مَنَعُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ٠

banglainternet.com

২৬৩২। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি লোকদের (কাফির-মুশরিকদের) সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত তারা কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) বলে ইসলাম গ্রহণ না করে। অতএব, যখন তারা এই কালেমা বলে, তখন হতে তাদের জানমাল আমার নিকট নিরাপদ থাকবে, কেবল ন্যায়বিচারের খাতিরে প্রাণদণ্ড ও শাস্তির ব্যবস্থা ইসলামী বিধান মোতাবেক চালু থাকবে। প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের পর তাদের আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। যদি অন্তরে দোষ-ত্রুটি থাকে, তবে তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত থাকবে।

٢٦٣٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالِقَانِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنْ يَّسْتَقْبِلُوْا قِبْلَتَنَا وَأَنْ يَّأْكُلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَأَنْ يُّصَلُّوْا صَلاَتَنَا فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

২৬৩৩। সাঈদ ইব্ন ইয়া'কূব তালেকানী ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "আমি (অমুসলিম লোকদের সাথে যুদ্ধ করে যেতে আদিষ্ট হয়েছি), যে পর্যন্ত তারা "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল" বলে সাক্ষ্য না দেয়, আর আমাদের কিব্লা মেনে তার দিকে মুখ করে নামায না পড়ে, আর আমাদের যবেহ্কৃত প্রাণী না খায় আর আমাদের মত (পাঁচ বেলা) নামায আদায় না করে। যখন তারা (ঈমান এনে) ঐ সকল কাজ করবে, তাদের জানমালের ক্ষতি সাধন আমাদের উপর হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে যাবে। কিন্তু জানমালের অধিকারের বেলায় ন্যায়বিচারের মানদণ্ড চালু থাকবে। অন্যান্য মুসলমানগণ যেরূপ সাহায্য সহানুভূতি পেয়ে থাকে, তারাও সেরূপ সাহায্য সহানুভূতি পাবে, আর মুসলমানদের ওপর যেরূপ অপরাধের শাস্তি বর্তায় তাদের ওপরও তদ্রূপই বর্তাবে।

٢٦٣٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَعْنَاهُ.

২৬৩৪। সুলায়মান ইব্ন দাউদ ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে উক্ত মর্মে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٣٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ ظَبْيَانَ نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى الْحُرَقَاتِ فَنَذِرُوْا بِنَا فَهَرَبُوْا فَأَدْرَكْنَا رَجُلاً فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتّٰى قَتَلْنَاهُ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ لَّكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلاَحِ قَالَ أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتّٰى تَعْلَمَ مِنْ

أَجْلِ ذٰلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا مَنْ لَكَ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَسْلِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ·

২৬৩৫। আল্ হাসান ইব্ন আলী ও উসমান ইব্ন আবূ শায়বা..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্ষুদ্র সৈন্যদল দিয়ে হুরুকাত নামক স্থানে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। শত্রুগণ আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পলায়ন করল। আমরা তাদের একজনকে[১] ধরতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম ও চাপ সৃষ্টি করলাম। সে বলে ওঠল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" তারপরও আমরা তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করলাম। (মদীনায় ফেরার পর) আমি এ ঘটনা নবী করীম ﷺ -কে অবহিত করলে, তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের দিন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" যখন তোমার বিরুদ্ধে বাদী হয়ে আল্লাহ্র নিকট বিচার প্রার্থনা করবে তখন তোমাকে কে রক্ষা করবে, কে সাহায্য করবে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো অস্ত্রের ভয়ে কালেমা পড়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে যে, সে ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল না সত্যই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল? তারপরও তিনি বারংবার বলতে থাকলেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কালেমার ফরিয়াদের সময় কিয়ামতের দিন তোমাকে কে রক্ষা করবে? এমনকি আমার লজ্জায় মনে হচ্ছিল যে, আমি যদি পূর্বে মুসলমান না হয়ে সেদিন ইসলাম গ্রহণ করতাম (তবে আমার এহেন অপরাধ মাফ হয়ে যেত)।

٢٦٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِيْ فَضَرَبَ إِحْدٰى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ثُمَّ لَاذَ مِنِّيْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ أَفَأَقْتُلُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ قَطَعَ يَدَيَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَّقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ ·

২৬৩৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... আল্ মিকদাদ ইব্নুল আসওয়াদ (রা) বলেন, তার নিকট খবরটি এভাবে পৌঁছে যে, তিনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন এ ব্যাপারে –যদি আমার সাথে কোন কাফিরের সাক্ষাত হতেই সে আমার সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে আর আমার একটি হাত তরবারি দিয়ে কেটে ফেলে তারপর আমাকে একটি গাছের সাথে ধরে বলে, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরূপ বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তর দিলেন ঃ না, এমতাবস্থায় তুমি তাকে হত্যা করবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো আমার হাত কেটে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তবুও তুমি তাকে হত্যা করবে না। তুমি যদি তাকে হত্যা কর, তবে হত্যার পূর্বে তুমি যে অবস্থায় ছিলে, সে তোমার ঐ অবস্থায় চলে যাবে। আর তুমি তার কালেমা পড়ার পূর্বেকার (কুফরী) অবস্থায় চলে যাবে।

১. সীরাতে ইব্ন হিশাম গ্রন্থে তার নাম 'মুরদাস ইব্ন নুহায়ক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

banglainternet.com

٣٧٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ مَنِ اعْتَصَمَ بِالسُّجُوْدِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ যারা সিজদায় দৃঢ় থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় তাদেরকে হত্যা করা নিষেধ

٢٦٣٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلٰى خَثْعَمَ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُوْدِ فَأَسْرَعَ فِيْهِمُ الْقَتْلَ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَلَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيْئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ لِمَا قَالَ لَاتَرَايَا نَارَاهُمَا قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَمُغِيْرَةُ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ وَ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوْا جَرِيْرًا .

২৬৩৭। হান্নাদ ইব্ন সারী ..... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাস'আম গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠালেন। উক্ত গোত্রের কিছু লোক সিজ্দায় পতিত হয়ে (ইসলাম গ্রহণের বাহ্যিক প্রকাশ দ্বারা) আত্মরক্ষা করতে চাইল। কিন্তু ফল হল'না, বরং মুসলিম সৈন্যদল তাড়াতাড়ি তাদেরকে হত্যা করল। জারীর (রা) বলেন, এ হত্যার খবর নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌছার পর তিনি নিহতদের উত্তরাধিকারীগণকে রক্তের অর্দ্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি ঐ সকল মুসলমানদের কোন দায়িত্ব রাখি না যারা মুশরিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করে। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেন? তিনি বললেন, (মুসলিম আর মুশরিকদের একস্থানে বসবাস করতে নেই) তারা একে অপর হতে এরূপ দূরত্বে বাস করবে যাতে একের ঘরের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অপরের ঘর হতে দেখা না যায়। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি মা'মার, হুশায়ম, খালিদ প্রমুখ অনেকেই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা জারীর (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি, বরং মুরসাল হাদীস হিসাবেই বর্ণনা করেছেন।

٣٧٤- بَابُ فِي التَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ

৩৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন

٢٦٣٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيْتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَايَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ تَخْفِيْفٌ فَقَالَ الْآنَ خَفَّفَ اللهُ

banglainternet.com

عَنْكُمْ قَرَأَ أَبُوْ تَوْبَةَ إِلَى قَوْلِهِ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ ٠

২৬৩৮। আবূ তাওবা আর্ রাবী' ইব্ন নাফি'..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (পবিত্র কুরআনের আয়াত) وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ..... الخ (অর্থ) "যদি তোমাদের বিশজন সবল সহিষ্ণু সৈন্য থাকে তবে দু'শ' কাফির সৈন্যের ওপর তারা জয়ী হবে।" (শত্রুর ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পশ্চাদপরায়ণ বা পলায়ন করতে পারবে না) অবতীর্ণ হল, তখন এরূপ কড়া নির্দেশটি যে, একজন মুসলিমকে দশজন কাফিরের মোকাবেলা করা আল্লাহ্ তাদের উপর ফরয করে দিলেন– মুসলমানের ওপর বড়ই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। এরপর তা হাল্কা করে সহজকারী আয়াত অবতীর্ণ হ'ল, যাতে বলা হ'ল ঃ এখন আল্লাহ্ তা'আলা কড়া নির্দেশটি তোমাদের প্রতি হাল্কা করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে দুর্বল লোক রয়েছে। অতএব, তোমাদের একশ' জন অবিচলিত যোদ্ধা দু'শ' জন কাফিরের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবে আর একহাজার থাকলে তারা দু'হাজার শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা করে জয়ী হবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সহজীকরণের সময় যে হারে সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন, সে পরিমাণে আল্লাহ্ তা'আলা অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারটিও হাল্কা করে দিয়েছেন।

٢٦٣٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ لَيْلٰى حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِيْ سَرِيَّةٍ مِّنْ سَرَايَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيْمَنْ حَاصَ فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ فَقُلْنَا نَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ فَنَبِيْتُ فِيْهَا لِنَذْهَبَ وَلَا يَرَانَا أَحَدٌ قَالَ فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ ذَهَبْنَا قَالَ فَجَلَسْنَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ لَا بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِيْنَ ٠

২৬৩৯। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত খণ্ড যুদ্ধসমূহের মধ্যে কোন এক যুদ্ধের সেনাদলে শামিল ছিলেন। তিনি বলেন, লোকজন সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে কৌশলে পলায়ন করতে লাগল। আমিও আত্মগোপনকারীদের মধ্যে ছিলাম। বিপদ কাটার পর যখন আমরা বাইরে এলাম তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম, আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করার অপরাধে আল্লাহ্র গযবের উপযুক্ত হয়েছি। এখন কী করে আত্মরক্ষা করব এবং লজ্জার হাত হতে রক্ষা পাব? আমরা আলোচনার মাধ্যমে সাব্যস্ত করলাম, রাতের বেলায় মদীনায় ফিরে গিয়ে তথায় চুপে চুপে রাতযাপন করব, যাতে কেউ

আমাদেরকে দেখতে না পায়। তথা হতে পুনরায় যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারি। মদীনায় প্রবেশের পর খেয়াল হল আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিজেরাই উপস্থিত হই এবং আমাদের তাওবা গৃহীত হয়, তাতে তো ভালই, তথায় থেকে গেলাম। অন্যথায় অন্যত্র চলে যাব। তিনি বলেন, এহেন চিন্তাভাবনা করে আমরা ফজরের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। তিনি যখন নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হলেন, আমরা তাঁর দিকে ছুটে গিয়ে অপরাধীর স্বরে বললাম, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকারী। তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, না তোমরা তো পলায়নকারী নও, বরং রণকৌশলে আপন দলের আশ্রয়গ্রহণকারী। একথা শুনে আমাদের ভয় কেটে গেল এবং আমরা তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁর হাত মুবারক চুম্বন করলাম। তিনি বললেন, আমি মুসলমানদের আশ্রয়স্থল।

٢٦٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمِصْرِيُّ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ : وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ٠

২৬৪০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিশাম আল মিসরী ..... আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পবিত্র কুরআনের আয়াত) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ ... الخ (অর্থ) "আর যে ব্যক্তি সেদিন পিঠ প্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করবে" বদর যুদ্ধের দিন অবতীর্ণ হয়েছিল।

ইফাবা-২০০৬-২০০৭-প্র/৬৭৬৮ (উ)-৫২৫০

banglainternet.com

for more visit www.banglainternet.com